পাগল

শ্রীজিতেন্দ্র মোহন ভৌমিক

—প্রাপ্তিস্থান—

সিটি বুক এজেন্সী

৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

প্রকাশক :

সমীর ঘোষ

কইপুকুর, শিবপুর।

মুদ্রক :

শ্রী:যোগেশচন্দ্র সরখেল

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯

মূল্য দুই টাকা মাত্র

উৎসর্গ

যিনি ভারত ও বহির্ভারতের বিদ্যোৎসাহী সুধিজনের অন্তরে স্বর্ণোজ্জ্বল লেখনিছাপ এঁকে দিয়েছেন, যাঁর অকুণ্ঠ স্নেহপুষ্ট অনুপ্রেরণা আমার মনে এক নূতন আলোকের সন্ধান দিয়েছে, সেই সমাজসেবী, দানবীর ও গুণীশ্রেষ্ঠ **ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা** এম. এ., বি. এল., পি. আর. এস., পি. এইচ-ডি. মহামানবের করকমলে এই নাটকখানি তুলে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে ক'রছি।

কলিকাতা,
২৩শে মাঘ, ১৩৬৭ সাল।

গুণমুগ্ধ—
জিতেন্দ্র মোহন ভৌমিক

॥ পুরুষ পরিচিতি ॥

পাগল (অবিনাশ মিত্র)	—	শ্রীপুরের ধনাঢ্য ব্যক্তি
নৃটবিহারী নাগ (হরিহর)	—	অবিনাশের বিশিষ্ট সুহৃদ্
রাজ্যেশ্বর রায়	—	অবিনাশের বাল্যবন্ধু
গিরীজাপ্রসন্ন	—	নৃটবিহারীর সেক্রেটারী
কল্যাণ মিত্র	—	পাগলের নিরুদ্দিষ্ট পুত্র
মাণিকলাল	—	নৃটবিহারীর ভাগিনেয়
স্বরূপ নারায়ণ	—	ছদ্মবেশী পাগল
প্রফুল্ল	—	পাগলের সহকারী
বিলাস	—	মাণিকলালের সহচর
সমীর ঘোষ	—	পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর
গোবিন্দ সেন	—	বে-সরকারী গোয়েন্দা
রায় সতীশচন্দ্র দে বাহাদুর	—	অবসরপ্রাপ্ত জজ্
ভোলা	—	গোবিন্দ সেনের ভৃত্য
শশী	—	নৃটবিহারীর ভৃত্য
মথুর	—	স্বরূপ নারায়ণের ভৃত্য
রামজীবন সিনা	—	বিচারপতি
তুষার নারায়ণ	—	কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্টর
অশোক চৌধুরী	—	ব্যারিষ্টার

গ্রামবাসীদ্বয়, নিতাই, বাড়ীওয়ালা, বালকদ্বয়,
সার্জেণ্ট, পুলিশ ইত্যাদি।

॥ স্ত্রী পরিচিতি ॥

সীমা রায়	—	রাজ্যেশ্বরের কন্যা
যুঁই দেবী	—	রায় বাহাদুরের স্ত্রী
* সাহানা	—	মাণিকলালের রক্ষিতা

* অপ্রয়োজনবোধে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

ঃ লেখকের অন্যান্য নাটক ঃ

পথের মায়া	—	(সামাজিক)
জাগরণ	—	(ঐতিহাসিক)
ওলট-পালট	—	(ব্যঙ্গ)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রাজ্যেশ্বরের কক্ষ। বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া তিনি দাঁড়াইয়া গড়্‌গড়া টানিতেছেন। সীমা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কি করিতেছে]

রাজ্য। গাড়ীর যে সময় হ'য়ে এলো মা। আর দেরী ক'রলে সময়মত উপস্থিত হ'তে পারবো না ষ্টেশনে। কল্যাণের বড় কষ্ট হবে। জ্ঞান হবার পর সে কখনো ক'লকাতায় আসেনি। আর দেরী করিসনে মা, লাঠিটা দে!

সীমা। বললুম আমিই যাব'খন। তুমি আবার অসুস্থ শরীর নিয়ে—

রাজ্য। কিছু হবে না মা, এই যাব আর আস্‌বো; বেশী দূর তো নয়, ছেলেমানুষ তায় নূতন!

সীমা। অতটা ভাবনারই বা কি আছে, একেবারে ছেলেমানুষতো নয়। এবার, আবার বি.এ. পরীক্ষাও দিয়েছে। ঠিক চ'লে আসতে পারবে।

রাজ্য। নারে না, সে আমার এখনো তোর মত দুষ্টু হয়নি। সেই ছোট-বেলায় তোদের মধ্যে একটু পরিচয় হয়েছিলো। তখন তোর বয়স সবে পাঁচ বছর। কাজেই তাকে চিনবার মত সুযোগ তোর কোন দিনও হয়নি। সে অনেক দিনের কথা। তার একমাত্র দুঃখিনী মা স্বর্গে চ'লে যাবার পর আমিই তাকে আশ্রয় দিই।

সীমা। তার আর কেউ ছিল না বুঝি?

রাজ্য। এ্যাঁ—না। সে ছিল আমারই এক বন্ধুর ছেলে। সে অনেক ইতিহাস। এতদিন তাকে আমি পাটনায় হোস্টেলে রেখেই পড়াশুনা

করিয়ে আস্‌ছি। কিন্তু আমার অবস্থাতো দেখতেই পাচ্ছিস্। খরচা দিয়ে হোস্টেলে রেখে পড়ার খরচ চালিয়ে যাবার মত সামর্থ আর এখন আমার নেই। তাই ভেবেছি—

সীমা কিন্তু হোস্টেলের নানারকম সুখস্বাচ্ছন্দের পরিবেশেব মধ্যে যারা মানুষ, তারা কি আমাদের এই সীমাবদ্ধ—

রাজ্য। এই গোল পাকিয়েছিস্! কল্যাণ একবার আসুক, তার সামনে তোর কথার উত্তর দেবো আমি। ওই দেখো, কথায় কথায় তুই আমায় দেরী করিয়ে দিচ্ছিস্। ট্রেন এসেই প'ড়লো কিনা—

সীমা। এই দিচ্ছি!

[সীমা তাড়াতাড়ি লাঠিটা তাঁর হাতে দিযা একটা চাদর তাঁহার গলায় জড়াইয়া দিল। বৃদ্ধ আস্তে আস্তে ঠাকুর নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলে সীমা ঘরটি গোছ-গাছ করিযা বাহির হইয়া গেল ও পুনরায় একগোছা ফুল লইয়া ফিরিয়া আসিযা ফুলদানীতে সাজাইয়া দিল। হঠাৎ কিসের শব্দে সে উৎকর্ণা হইল]

—কে?

কল্যাণ। (নেপথ্যে) আজ্ঞে, এটা কি ৪২নং?

সীমা। হ্যাঁ, কাকে চান?

কল্যাণ। (দরজার নিকটে আসিয়া) এইটাই কি রাজ্যেশ্বরবাবুর—

সীমা। হ্যাঁ, আপনি কোত্থেকে আসছেন?

কল্যাণ। (প্রবেশ করিয়া) ও! নমস্কার মিস্ সীমা দেবী।

[আশ্চর্যে চাহিয়া ভাবিল]

সীমা। আমার নাম আপনি কি ক'রে জানলেন?

কল্যাণ। এই মন্ত্রের জোরেই ব'লতে পারেন! (সুটকেশ রাখিয়া দিল)

সীমা। ও, আপনিই বুঝি কল্যাণবাবু?

কল্যাণ। হুঁ। কিন্তু আমার নাম আপনি কি ক'রে—

সীমা। ওই একই উপায়ে! (উভয়েই হাসিয়া উঠিল)—কিন্তু বাবাও যে কিছুক্ষণ আগেই আপনার জন্যে ষ্টেশনে গেলেন। দেখা হয়নি?

কল্যাণ। নিশ্চয় নয়।

সীমা। বসুন—

[সীমা চেয়ার দেখাইয়া সুটকেশটা তুলিয়া লইল]

কল্যাণ। আরে, আরে করেন কি!

সীমা। কেন? কোন মূল্যবান জিনিষ কিছু আছে নাকি? ভয় নেই, খোয়া যাবে না। আপনি বসুন ওখানে।

[সুটকেশ লইয়া সীমা বাহির হইয়া গেল। কল্যাণ এদিক ওদিক চাহিয়া একবার ঘরটি দেখিয়া লইল ও ফুলদানী হইতে একটা রজনীগন্ধার ডগা ভাঙ্গিয়া লইয়া শুঁকিতে লাগিল। সীমা সুটকেশটি অপর কক্ষে রাখিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল]

কল্যাণ। আপনি ফুল ভালবাসেন বুঝি?

সীমা। (ওমা!) ছিঁড়ে ফেললেন?

কল্যাণ। আমিও ভালবাসি।

সীমা। তবে আর কি! ছিঁড়তে লেগে যান!

কল্যাণ। না, তা কেন!

সীমা। আপনি বসুন আমি চায়ের জলটা চাপিয়ে দিয়ে আসি।

কল্যাণ। না না আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না, আমি চা খাই না।

সীমা। সেকি! হোষ্টেলের ছেলে—চা খান না! তবে কি খান?

কল্যাণ। কেন! ডাল খাই, ভাত খাই, ঝোল খাই, মাছ খাই, ডাল

ক'রে রান্না হ'লে চচ্চড়িও খাই, চপ, কাটলেট, ডিম, মাংস, দই, রাবড়ি সন্দেশ—

[সীমা হাসিয়া উঠিল]

—আপনি হাস্‌ছেন ?

সীমা। নইলে তো আপনি থামবেন না।

কল্যাণ! ও, আপনি বুঝি খুব চা খান ?

সীমা। হ্যাঁ, চাও খাই, আপনি যা' যা' বল্লেন তাও খাই, ও ছাড়াও অনেক কিছু আছে—

কল্যাণ। আপনি খান। তাহ'লে দু'জনে মিলে মিশে চেষ্টা ক'রলে জেঠামণিকে ফেল পড়াতে বেশী দেরী হবে না। যাক্, জেঠামণিতো এখনো ফির্‌লেন না ?

সীমা। এখুনি ফিরবেন।...বেশ মজা হবে! এসে দেখবেন—

[কল্যাণের দিকে চোখ পড়িতেই সীমা থামিয়া গেল। কল্যাণও কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিল]

—হাসলেন যে বড়!

কল্যাণ। না হাসলে যে আপনি আরো লজ্জা পাবেন।

[কিসের শব্দে তাহারা মুখ ঘুরাইতেই দেখিল রাজ্যেশ্বর প্রবেশ করিতেছেন]

রাজ্য। এই তো এসে পড়েছো। (কল্যাণ প্রণাম করিল) থাক্ বাবা। আঃ বাঁচলুম। ষ্টেশনে গিয়ে দেখি ট্রেন আগেই পৌঁছে গেছে। আমি 'লেট্ লতিফ্'। তা দোষ আমার নয় বাবা, সীমা মা—ই—

কল্যাণ। সে আমি বুঝতে পেরেছি।

রাজ্য। ...অ! এরই মধ্যে পরিচয় হ'য়ে গেছে বুঝি!

[সীমা কৃত্তিম অভিমানে চলিয়া গেল]

রাজ্য। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ! তা' বেশ বাবা। এবার যে এই বুড়ো বাপ-বেটির ভার তোমায় নিতে হবে বাবা! ...বস, ওই চেয়ারটায়। ওরে, কোথায় গেলি মা!

কল্যাণ। আপনি ব্যস্ত হবেন না, বসুন জেঠামণি।

[সীমার প্রবেশ]

সীমা। কি ব'লছ বাবা?

রাজ্য। ব'লছি......হ্যাঁ, কল্যাণ ট্রেনে এসেছে—পরিশ্রান্ত। এক কাপ গরম চা ওকে খাইয়ে দাও।

সীমা। গরম চা'য়ের চাইতে উনি ডাল ভাতেরই বেশী পক্ষপাতী।

[কল্যাণের প্রতি কটাক্ষ করিল]

রাজ্য। এঁ্যা, তাই নাকি, ও হা হা হা হা হা! তাই বুঝি—হা হা হা হা হা—

[কল্যাণ ও সীমাও অর্থসূচক হাসি হাসিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একটি পোড়োবাড়ী। দরজায় একটি বৃহৎ ও জীর্ণ তালা ঝুলিতেছে। এদিক ওদিক কয়েকটা আগাছা ও দরজার ঠিক দুপাশে মেহেদীর গাছে স্থানটিকে অধিকতর নিরালা করিয়া তুলিয়াছে। বাড়ীটির সম্মুখ দিয়া সদর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা আগতপ্রায়; দু' একটি ঝিঁ-ঝিঁর ডাক শোনা যাইতেছে। বাড়ীটি শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত, দেখিলেই মনে হয় কোন এককালে ইহা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির আরাম কুটীর ছিল। দেখা গেল একটি বিকটদর্শন ব্যক্তি, পাগল বলিলেই হয়, রাস্তা ধরিয়া আসিয়া সেই বাড়ীর দিকে চাহিয়া হঠাৎ থামিয়া পড়িল। লোকটির অযত্ন-রক্ষিত বৃহৎ শ্মশ্রু কবলিত মুখাবয়ব দেখিলে স্বতঃই মন এক অশান্তিতে পূর্ণ হয়। তাহার দেহটি একটি বৃহৎ শতছিন্ন মলিন কোটে ঢাকা। লোকটি উদভ্রান্তের মত

কিছুক্ষণ দরজার তালাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উহার দিকে অগ্রসর হইল। সে একবার চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া তালাটিকে দুই হস্তে চাপিয়া ধরিল, যেন তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চায়]

পাগল। বল, বল, তোমায় ব'লতেই হবে। কতবার তোমায় জিজ্ঞাসা করেছি, তোমায় অনুরোধ করেছি···তুমি বলনি! আজ তোমায় ব'লতেই হবে···ব'লতেই হবে। শুধু আমায় ব'লে দাও সে আজও বেঁচে আছে কিনা! বল—বল—

[তাহার ঝাঁকানিতে দরজার দুইটি কপাট ঈষৎ ফাঁক হইল। সে আগ্রহে দুই কপাটের ভিতর দিয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল]

—বাণী—বাণী—আমি এসেছি, আমি এসেছি, দরজা খোল!···কই, শুনতে পাচ্ছ না—বাণী—বাণী—(হতাশভাবে ঘুরিল) আমার কথা শুনতে পেল না—আমার ডাকে সে আর সাড়া দেবে না—(দুঃখে অভিমানে) কিন্তু আমি এসেছি······আমি যে তাকে কথা দিয়েছিলুম একদিন না একদিন আমি আবার ফিরে আসবো!···না—না, সে বড় অভিমানিনী, আমার উপর অভিমান করেছে—(হঠাৎ কি ভাবিয়া) ঠিক! ঠিক হয়েছে! তাকে খুঁজে বার ক'রতে হবে। যাই—যাই, আমি যাই—(কাহাদের সেই দিকে আসিতে দেখিয়া)—ওই কা'রা এইদিকে আসছে! আমি পালাই! নইলে ওরা আমায় ধরিয়ে দেবে—আমি পালাই—

[পাগল বাড়ীর বিপরীত পার্শ্বে আত্মগোপন করিতেই অপর দিক হইতে দুইটি লোক কথোপকথন করিতে করিতে প্রবেশ করিল]

১ম। আরে রেখে দাও সৎ লোক! মামলার কথা কিছু বলা যায়? শুধু টাকার খেলা। টাকা ঢাল আপছে মামলা ঘুরে যাবে।

২য়। যা ব'লেছ! (প'ড়োবাড়ীর দিকে চাহিয়া) আরে!···সেই বাড়ীটা না? আশ্চর্য্য ভাই! আমিতো আমার জন্মের পর থেকেই বাড়ীটাকে

এইভাবে তালাচাবি দেওয়া দেখছি। এর কি কোন মালিক নেই নাকি ?

১ম। এখন না থাকলেও কোন দিন ছিল বৈকি। শুনেছি এই বাড়ীর যিনি মালিক ছিলেন, তিনি খুব অর্থশালী ব্যক্তি ছিলেন।

২য়। বটে বটে! কিন্তু গরীব হলেন কবে থেকে আর গেলেনই বা কোথায় ?

১ম। নাহে, ঠিক তা নয়। শুনেছি লোকটি একটি পাঁড-মাতাল ছিল, ওই পয়সা থাকলে যা' হয়। একদিন এক বেশ্যালয়ে খুন-খারাপী ক'রে রাতারাতি নিজের স্ত্রীকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়। সেই থেকেই আর কি !

২য়। আচ্ছা, একটা পাগলকে প্রায়ই এখানে ব'সে থাকতে দেখি। আবার কি যেন বিড়্বিড়্ ক'রে বলেও দেখেছি।

১ম। এইবার তুই হাসালি! ওই পাগলরা এই রকম পোড়োবাড়ীতে আশ্রয় নেবেনা তো কি আর হোয়াট লেডলোয়ে যাবে ? নে চল, দাঁড়ালি কেন ?

২য়। ও—না—চলো—

১ম। (যাইতে যাইতে বাড়ীটার দিকে চাহিয়া) শালা, কিছু খরচ ক'রলে বাড়ীটাকে হাত করা যায়।

২য়। এ্যাঁ—এ্যাঁ—

[তাহারা বাহির হইয়া গেলে শঙ্কিতপদে পাগল সতর্ক দৃষ্টিতে
পুনঃ প্রবেশ করিল]

পাগল। (চাপাস্বরে) আমি পাগল! আমি পাগল! ওই তো ওরা ব'লে গেল আমি পাগল।……ঠিক ব'লেছে, ঠিক ব'লেছে। যে নিজের স্ত্রীকে হারিয়ে চোরের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, সে পাগল

নয় তো কি! যেখানেই থাকুক, তাকে খুঁজে বার ক'রতেই হবে— বাণীকে আমার পেতেই হবে। কিন্তু ওরা আরো যেন কি ব'ললে! (দৃঢ়স্বরে) না, না! ওসব মিথ্যা! আমি মাতাল নই, মদ আমি খেতাম না। খুন? (কি ভাবিয়া) না, না! খুন…খুন আমি করিনি…খুন আমি করিনি—

[বেগে উদ্‌ভ্রান্তের মত বাহির হইয়া গেল]

তৃতীয় দৃশ্য

[বৃদ্ধ রাজ্যেশ্বর একটি জীর্ণ বিছানার উপর রোগশয্যায় শায়িত। শয্যার উভয় পার্শ্বে সীমা ও কল্যাণ উপবিষ্ট]

কল্যাণ। জেঠামণি! আপনি চুপ করুন; আমরা ব'লছি আপনি ভাল হ'য়ে যাবেন।

রাজ্যে। (ম্লান হাসিয়া) কল্যাণ, বাবা! আজ আমার শুধু পুরোনো কথাই মনে প'ড়ছে। তোমার বাবার অবস্থাও ভালই ছিল। তখন স্বদেশী যুগ। ইংরাজ রাজত্বের উচ্ছেদের জন্য দেশের তরুণরা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল এবং তোমার বাবাই অর্থ দিয়ে এদের সাহায্য ক'রছিলেন। একদিন শ্রীপুরের জেলা শাসক এইসব তরুণদের দ্বারা নিহত হলেন। তিনি নিজে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত না থাকলেও তোমার বাবাকেই সন্দেহ ক'রে সরকার বাহাদুর তার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার ক'রল। তোমার বাবা পূর্বাহ্নেই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে যতদূর পেরেছিলেন ব্যাঙ্কের টাকাকড়ি তুলে নিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু হরিহর নাগের হাতে সব তুলে দিয়ে

তোমার ও তোমার দুঃখিনী মায়ের ভার তার উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি ফেরার হ'লেন। সে আজ অনেক দিনের কথা।

[হাঁপাইতে লাগিল]

কল্যাণ। সেতো আপনার মুখে সব শুনেছি জেঠামণি। বাবার সেই বন্ধু হরিহর নাগ হঠাৎ অমন একটা ঐশ্বর্য্য হাতে পেয়ে আমাদের দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে সব টাকা নিয়ে ক'লকাতায় এসে আত্মগোপন ক'রে আছে। আমি কিছুই ভুলিনি জেঠামণি।

রাজ্যে। না, সব কথা তোমায় আজও বলা হয়নি। আজ আমি তোমায় সব ব'লব। নতুবা, আর ব'লবার হয়তো সময় পাব না।

[হাতে ভর দিয়া মাথা তুলিল। উভয়ে ধরিল]

—অভাবের তাড়নায় ও দুশ্চিন্তায় তোমার মায়ের শরীর ভেঙ্গে প'ড়লো। এত করেও সেই নরাধমের আশা মিটল না। অবশেষে তার লুব্ধদৃষ্টি প'ড়লো তোমার অভাগিনী মায়ের উপর। নানা অছিলায় কর্ত্তব্য পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে তাঁকে ক'লকাতায় নিয়ে আসে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি হরিহরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ভয়ানক চিন্তাগ্রস্থ হ'য়ে প'ড়লেন।

কল্যাণ। আপনি ব'লেছেন জেঠামণি। মা আমার ঐ পাষণ্ডের লালসা দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবার জন্যে গোপনে গভীর রাতে আমার হাত ধ'রে এসে উঠলেন আপনার আশ্রয়ে।

রাজ্যে। (কল্যাণের মাথায় হাত বুলাইয়া) আমার অবস্থাও ভাল ছিল না। নানারূপ দুশ্চিন্তায় তোমার মায়ের শরীর আগেই ভেঙ্গে প'ড়েছিল। এর বছরখানেক পরেই তিনি অসুখে প'ড়লেন। সে অসুখ আর তার ভাল হ'ল না।

[তাহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল]

কল্যাণ। (মুছাইয়া দিতে দিতে) আপনি কাঁদছেন জেঠামণি। কৈ ? আমি তো কাঁদছি না ?

রাজ্যে। কাঁদছি ? না, না! আমরা কি কাঁদতে পারি ? আমরা যে গরীব। গরীবের কাঁদাটাও একটা মস্ত অপরাধ। অতীতে অনেক কেঁদেছি। তোমার স্বর্গগতা স্নেহময়ী মায়ের রোগশীর্ণ মাথার কাছে ব'সে প্রাণখুলে কেঁদেছি তাঁর রোগমুক্তির প্রার্থনা জানিয়ে। কিন্তু কাঁদলেই যদি রোগ ভালো হ'তো বাবা, তাহলে আর গরীবের রোগে মৃত্যু হ'ত না কখনো। রোগ সারাতে হ'লে চাই চিকিৎসা—যা আমরা ক'রতে পারিনি। তাই তোমার সেই দুখিনী মাকে আমি একটু একটু ক'রে একরকম বিনা চিকিৎসায় মরণের মুখে—(কণ্ঠরুদ্ধ হইল)।

[এই সময় বৃদ্ধ বুকে যন্ত্রণা অনুভব করিল। সীমা তাহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে উভয়ে তাঁহাকে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিল]

সীমা। (অধীরভাবে) কল্যাণদা', তুমি একবার ডাক্তারের কাছে যাও—বলবে—

[কিছু বলবার আগেই কল্যাণ বাহির হইয়া গেল। সীমা বৃদ্ধের বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল]

—বাবা, তুমি অমন কর্চ্ছ কেন ? আমি ব'লছি তুমি ভাল হ'য়ে যাবে।

[বৃদ্ধ কম্পিত হস্ত সীমার মাথায় ঠেকাইল]

রাজ্য। (মুমূর্ষুভাবে) ভয় কি মা! আমার আশীর্বাদ—কল্যাণ! কই সে—

সীমা। ডাক্তারের কাছে গেছে। এখুনি আসবে।

রাজ্যে। একটু জ—ল।

[সীমা গ্লাসে জল লইয়া ধীরে ধীরে তাহার মুখে ঢালিয়া দিল। বৃদ্ধ তাহার কম্পিত হস্ত ধীরে ধীরে তাহার মস্তকে স্থাপন করিল]

—মা, দেবতার ফুল আমার মাথায় একটু ছুঁইয়ে দেতো মা।

সীমা। কেন বাবা?

রাজ্যে। দে না, মনটা একটু হাল্কা হ'ক।

সীমা। দিচ্ছি বাবা—

[সীমা উঠিয়া পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেল ও ফুল লইয়া ফিরিয়া আসিতেই ঝড়ের বেগে কল্যাণ প্রবেশ করিল।]

কল্যাণ। এলোনা। ব'ললে বাকী টাকা না পেলে তিনি আসবেন না।

রাজ্যে। কল্যাণ—

কল্যাণ। এই যে জেঠামনি!

[উভয়ে তাঁহার নিকট আসিল। সীমা হস্তস্থিত ফুল বৃদ্ধের কপালে স্পর্শ করাইলে তিনি ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বিহ্বলভাবে উভয়ের দিকে চাহিলেন]

রাজ্যে। (উভয়ের হস্ত ধারণ করিয়া) কল্যাণ,—সীমা রইল,…তাকে দেখো…আমার আ—শী—র্বাদ—

[বৃদ্ধের হস্ত পড়িয়া গেল, সব নীরব। সীমা ও কল্যাণ চীৎকার করিয়া উঠিল]

সীমা। বাবা—

কল্যাণ। জেঠামণি।

চতুর্থ দৃশ্য

[আরতী মেটাল কোম্পানীর ম্যানেজারের কক্ষ। একটি সেক্রেটারিয়েট্ টেবিলের দুই ধারে কয়েকটি চেয়ার রহিয়াছে। মত্ত অবস্থায় মালিকের ভাগিনেয় ম্যানেজার মাণিকলাল প্রবেশ করিয়া বেল টিপিতেই একটি বয় আসিয়া উপস্থিত হইল।]

মাণিক—(চেয়ারে বসিয়া) মিস্ত্রী বিলাস—

[বয় চলিয়া গেল ও ক্ষণপরে হাফ্‌প্যাণ্ট পরিহিত কারখানার একজন মজুর প্রবেশ করিল]

—বিলাস, প্রথমে কত রোজে ঢুকেছিলে তুমি ?

বিলাস। (আপ্যায়িত ভাবে) আজ্ঞে বারো আনা রোজে।

মাণিক। তা'হলে এই ছ'মাসেই তোমার তিন টাকা রোজ হ'য়েছে, কি বল ?

বিলাস। আজ্ঞে, হুজুরের দয়ায়।

মাণিক। ভাল ক'রে কাজ ক'রে গেলে 'হুজুরের দয়ায়' আরো কিছু বাড়াও আশ্চর্য্য নয়, কেমন ?···যাক্, খোঁজ নিয়েছিলে ?

বিলাস। (কাছে সরিয়া) হ্যাঁ, হুজুর। কিন্তু মেয়েটা একেবারে নারাজ। বলে না খেয়ে ম'রে যাব, তবু কারো সাহায্য নেবনা।

মাণিক। তুমি কি ব'ললে ?

বিলাস। প্রথমে বেশী কিছু বললুম না। শুধু শুনিয়ে এলুম, কথাটা একবার ভেবে দেখো দিদিমণি; বাবার ঐরকম অসুখ, ভাল ক'রে চিকিৎসাতো ক'রতে হবে। ঐ টাকা আর তোমায় সুধতে হবে না, আমি আবার একদিন এসে জেনে যাব। কিন্তু যে রকম মেজাজ—

মাণিক। দাম বাড়িও না বিলাস। নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথাটা একবার ভেবে দেখো।

বিলাস। (জিভ কাটিয়া) কি বল্‌ছেন স্যার। কিন্তু আর এক খবর রাখেন স্যার ?

মাণিক। কি খবর ?

বিলাস! ছুঁড়িটার ওখানে কোথা থেকে একটা ছোক্‌রা এসে জুটেছে ; প্রায়ই এখানে সেখানে ওর সঙ্গে বেড়াতে বেরোয়—খুব ভাব !

মাণিক। কে সে, দেখতে কেমন ?

বিলাস। বোধকরি ওদেরই কোন আত্মীয়-টাত্মীয় হবে। আর বল্‌ছেন দেখতে ? ওটাও আমাদের পক্ষে খুবই ভাবনার কথা! সেই জন্যই ওখানে বেশী যেতে ভরসা পাচ্ছি না। তবে, ব্যবস্থাতো একটা ক'রতেই হবে স্যার ? আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন ?

মাণিক। হুঁ!··· বিলাস খবর নাও ছেলেটি কে। যদি প্রয়োজন হয়—

বিলাস। সে পরে দেখা যাবে ; দেখুন না কি হয়।

নেপথ্যে। আসতে পারি ?

মাণিক। কে গিরিজাবাবু ? ভেতরে আসুন।··

[গিরিজাবাবু প্রবেশ করিলেন]

গিরিজা। কর্ত্তাবাবু আপনার খোঁজ ক'রছিলেন। একবার যদি—

মাণিক। তাঁকে বলবেন আমার শরীর ঠিক নেই। ছুটির পর বাড়ীতেতো দেখা হবেই।

গিরিজা। আচ্ছা তাই হবে।

[যাইবার সময় একবার বিলাসের দিকে চাহিল]

বিলাস। (নিম্নস্বরে) এই আপনি একটু দয়া করেন, তাই সকলেরই হিংসে।

মাণিক। সে তো বুঝলুম ; কিন্তু শুধু কথায়তো মন ভ'রবে না, কিছু কাজও তো চাই। এই একটা সামান্য ব্যাপারে এতদিন সময় নষ্ট! ···হ্যাঁ সাহানার টাকাটা দিয়ে এসেছো ?

বিলাস। তথ্যানি। ওসব পাবেন না স্যার।

[হঠাৎ মালিক নূটবিহারী নাগকে দেখিয়া মাণিক সন্ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। নূটবিহারী কঠিন দৃষ্টিতে একবার বিলাসের দিকে চাহিতে সে ভয়ে ভযে গুটি গুটি বাহির হইয়া গেল। নূটবিহারী এবার মাণিকের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া কঠিন দৃষ্টিতে চাহিল।

নূট। তুমি দেখা না ক'রলেও আমিই তোমার সঙ্গে দেখা ক'রব, কারণ এতে আমারই স্বার্থ জড়িত। ... জান, তোমার বয়স তখন আট বৎসর। এই সহরেরই কোন এক নিঃস্ব দূর সম্পর্কীয় ভগ্নির গর্ভে তোমার জন্ম হয়। আমার সেই ভগ্নির মৃত্যুর পর তোমাকে আমি এইখানে নিয়ে আসি। কিন্তু, দিনের পর দিন তুমি যেভাবে অধঃপাতের পথে দ্রুত নেমে যাচ্ছ তাতে তোমার সম্বন্ধে এই মুহূর্ত্তেই একটা আলাদা ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছে।

মাণিক। গরীব জেনেইতো আপনি সেই অবস্থায় তখন আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ; বড়লোক হ'লে আপনি কি সে সুযোগ পেতেন ?

নূট। (চাপা রোষে) ও, সেইজন্যেই বোধহয় তোমায় উচ্ছৃঙ্খল হ'তে হবে, দু'হাতে আয়াসলব্ধ অর্থ বদ্‌খেয়ালে গুণ্ডামী ক'রে উড়িয়ে দিতে হবে ? রক্তের সম্পর্ক যেখানে থাকে না, সমাজের মিথ্যা বন্ধন দিয়ে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করবার চেষ্টা সেখানে নির্ব্বোধের কাজ এবং আমার মত অনেকেই প্রথমে এ সত্য উপলব্ধি ক'রতে পারে না।

মাণিক। এতো সত্যি কথা, কিন্তু আমিতো এখনো বুঝতে পাচ্ছি না এমন কি কাজ আমি ক'রেছি যাতে ক'রে সমাজে আপনার মুখ দেখানো ভার হ'য়ে প'ড়েছে !

নূট। (গর্জিয়া) তোমার এতদূর সাহস যে এখনো আমার সামনে দাঁড়িয়ে তর্ক ক'রছো। তুমি মনে কর যে তোমার প্রতি মুহূর্ত্তের চালচলনের

খবর আমি রাখি না? তুমি গত তিনদিন কোথায় ছিলে সব খবর আমি জানি।

[ক্রোধে পায়চারী করিয়া পুনরায় ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন]

—শোনো। তোমাকে এই শেষবারের জন্য সাবধান ক'রে দিচ্ছি যদি ভবিষ্যতে কোনরূপ বেচাল আমি দেখতে পাই, তবে সেই মুহূর্ত্তে তোমায় আমি রাস্তায় বার ক'রে দেব কুকুরের মত।

মাণিক। কিন্তু—

নৃট। না-না আমি তোমার কোন রকম কৈফিয়ৎ শুনতে চাই না। মনে রেখো, আমি নৃটবিহারী নাগ। যেমন গ'ড়তে জানি, তেমনি ভাঙ্গতেও জানি এক মুহূর্ত্তে···প্রয়োজন হ'লে আমার উইল আমি ব'দলে ফেল্‌বো।

[অধৈর্য্যভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মাণিক চাপারোষে সেই দিকে চাহিয়া রহিল]

মাণিক। (জনান্তিকে)···"উইল আমি ব'দলে ফেলবো।"

[পৈশাচিক মুখভঙ্গি করিল]

পঞ্চম দৃশ্য

[মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল। দেখা গেল রাস্তার একধারে কারখানার গেটের উপরে লেখা রহিয়াছে "আরতি মেটাল কোম্পানী"। নুটবিহারী ধুরন্ধর বাটপারিয়ার সঙ্গে গেটের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে]

নুট। চলুন মিঃ বাট্‌পারিয়া, আমার গাড়ীতেই আপনাকে পৌছে দিচ্ছি।

বাট্‌। না, আমি একবার ডেরাটা ঘুরে যাই। (নিম্নস্বরে)—বুঝতে পারছেন তো, ওষুধটা বাজারে নূতন ছেড়েছি,—লেবেলটাও বিলকুল এক। আরে আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেনো। হামার নাম ধুরন্ধর বাট্‌পারিয়া।

নুট। ব্যস্, ব্যস্।

[হঠাৎ বিকটাকার কুদর্শন সেই পাগল প্রবেশ করিয়া তাহাদের দেখিয়া রাস্তার একপার্শ্বে আত্মগোপন করিল। নুটবিহারীও তাহাকে দেখিল]

—আচ্ছা—

বাট। নমস্তে।

[তাহারা প্রস্থান করিল। নুটবিহারী যাইবার পূর্বে আর একবার পাগলের উদ্দেশ্যে চাহিল। পাগল পুনঃ প্রবেশ করিয়া তীব্র দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিল ও পরে ঘুরিয়া গেটের দিকে অগ্রসর হইল। হঠাৎ মাণিকলালকে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া সে ঝটিতে একপার্শ্বে দাঁড়াইল। মাণিক ইহা লক্ষ্য করিল ও ধীরে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল]

মাণিক। কে তুমি, এখানে কি দেখছিলে ?

পাগল। হা—হা—হা—হা—হা। (বিকট হাস্য)

মাণিক। বেশ বাবা! (খপ করিয়া হাত ধরিয়া) এবার বলতো বাবা এখানে কি ক'রছিলে?

পাগল। চাকরী ক'রব, খুব বেশী খাটতে পারবো।

মাণিক। বটে! তারপরে, আসল মতলব?

পাগল। নাগ—হরিহর নাগ?

মাণিক। হরিহর, না, নুটবিহারী?

পাগল। (কিছু অনুমান করিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ব'লেছ, নুটবিহারী নাগ। অনেক দিনের কথা—অনেক দিনের কথা, হা, হা, হা, হা, হা—

মাণিক। (স্বগত) কিছু রহস্য আছে। (প্রকাশ্যে) তুমি তাকে চেন?

পাগল। হ্যাঁ হ্যাঁ—না না না না, আমি তাকে চিনিনা, কোনদিন দেখিনি! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—

[মাণিকের চক্ষু জলজল করিয়া উঠিল। তাহার কানে তখনও বাজিতেছে, "উইল আমি ব'দলে ফেলবো"]

মাণিক। যদি আমি তার সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দিই?

পাগল। (উদ্‌ভ্রান্তভাবে) তা'হলে আমি একবার—না না আমি শুধু তাকে দেখবো—শুধু দেখবো।

মাণিক। (স্বগতঃ) "উইল আমি ব'দ্‌লে ফেল্‌বো।" (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ, আমি তোমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যাব; দোতলায় উঠে তার ঘর দেখিয়ে দেবো, তুমি একা ভেতরে যাবে। কিন্তু সাবধান! আমার কথা প্রকাশ ক'রবে না।

পাগল। না না না—চলো চলো—

মাণিক। এসো আমার সঙ্গে।

৬ষ্ঠ দৃশ্য

[নুটবিহারীর কক্ষ। ভৃত্য শশী বাবুর প্রত্যাগমনের আশায় টেবিল চেয়ার সব পরিস্কার করিতেছিল। হঠাৎ শব্দ পাইয়া সে দরজার দিকে অগ্রসর হইল। নুটবিহারী প্রবেশ করিয়া তাহাকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল]

নূট। কে, কে?

শশী। বাবু আমি, শশী!

নূট। ও শশী! হ্যাঁ। দেখ্ শশী, গিরিজাবাবু এলে একবার পাঠিয়ে দিবি বুঝলি? এখন যা—

[নুটবিহারী চিন্তাক্লিষ্ট মনে উভয় হস্ত পশ্চাতে সংযুক্ত রাখিয়া অসহিষ্ণুভাবে গৃহ মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল]

নূট। না, আমার নিশ্চয়ই ভুল হয়নি···। কিন্তু সেকি নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে···না, না, এ হ'তে পারেনা, ও অন্য কেউ! কিন্তু, সেই চোখ, সেই মুখ!

[নুটবিহারী আরো কিছুক্ষণ চিন্তাচ্ছন্ন থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন]

—অবিনাশ মিত্র। যদি সত্যিই তুমি ক'লকাতায় এসে থাকো, এবার আর তোমার রক্ষে নেই। এখনও তোমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা র'য়েছে; গভর্ণমেণ্ট থেকে তোমার গ্রেপ্তারের জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা ক'রেছে।···সাবধান! আমার কাছে তুমি যে দাবী নিয়েই আসনা কেন, তা' পূরণ হবে না বন্ধু, বরঞ্চ—

[নুটবিহারী হা হা করিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন ও সেই হাসির রেশ টানিয়া ঘরময় বিচরণ করিতে লাগিলেন তিনি যেন কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলেন না]

—অবিনাশ, তুমি এখনও এখান থেকে চ'লে যাও। জান, আমি

তোমাকে জেল খাটাতে পারি, ফাঁসি-কাঠে ঝুলাতে পারি? তোমাকে আমি চিনি না! তুমি কে? বেরিয়ে যাও!

[হঠাৎ গিরিজাবাবু সেই গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন]

নূট। কে, কে? ও গিরিজাবাবু! আসুন।...দেখুন গিরিজাবাবু, আমি ভাবছিলাম কি—কারখানার ঐ ছোঁড়াগুলোকে দিয়ে একটা থিয়েটার করালে হয়না? বেশ বীরত্বব্যঞ্জক ভাব থাকবে, যেন কোন ডাকাতকে ধরিয়ে দিচ্ছে...আরো কত কি?

গিরিজা। (গিরিজাবাবু তাঁর বিহ্বল ভাব গোপন করিয়া) তা আপনি যদি মনে করেন, হয় বৈকি। আর, আজকালকার ছেলেরাও তো অভিনয় ক'রতে পেলে মেতে ওঠে। তা বেশ, অভিনয় করাবো।

নূট। হ্যাঁ, আর শুনুন! সহরে ভয়ানক চোরের উপদ্রব হয়েছে, না? যা' দিনকাল পড়েছে, একটু সাবধানে থাকাই ভাল। কি বলেন আপনি?

গিরিজা। সে তো বটেই। কিন্তু আজ কি আপনার শরীরটা একটু—

[নূটবিহারী বুঝিতে পারিলেন চতুর গিরিজাবাবুর কাছে তাঁহার ভাবান্তর ধরা পড়িয়াছে। তাই যতদূর সম্ভব তিনি নিজেকে গোপন রাখিবার চেষ্টা করিলেন]

নূট। না, না, ও কিছু নয়! একটু একলা থাকলেই সেরে যাবে। আপনি বরঞ্চ আসুন।

[গিরিজাবাবু বাহির হইয়া যাইবার পর নূটবিহারী হস্তদ্বয় পশ্চাতে মুষ্টিবদ্ধ রাখিয়া দ্রুতপদে গৃহ মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ দরজায় খুট করিয়া শব্দ হইতেই তিনি আঁতকাইয়া উঠিলেন। এই সময় একটি বিকট মূর্ত্তি ধীরে ধীরে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল]

—কে, কে?

[তাহাকে দেখিয়া নূটবিহারী একপদ দূরে পিছাইয়া গেলেন]

—কে তুমি? এখানে কি চাও?

পাগল। ধীরে বন্ধু, ধীরে! আমাকে দেখে অতটা অধৈর্য্য হ'য়ো না। আমাকে তুমি ঠিকই চিনেছো। তাই নয় কি নূটবিহারী? ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দেখি?

নূট। ও, তুমি অবিনাশ। তা' এতদিন পরে এখানে এলে কেন? তোমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এখনও বলবৎ র'য়েছে। আশা করি আমার কথার তাৎপর্য্য বোঝবার মত জ্ঞান তোমার নিশ্চয়ই আছে।

পাগল। তুমি ঠিকই বুঝেছ বন্ধু। কিন্তু এতদিনে তো বেশ ভোল ফিরিয়েছ? গাঁয়ের বাড়ী বেচে দিয়ে সহরে এসে ব্যবসা ফেঁদে ব'সেছ। বাড়ী ক'রেছ, গাড়ী ক'রেছ, অবস্থা তাহোলে ফিরিয়ে এনেছ, কি বল?···আমার স্ত্রী কোথায়? (তাহার কণ্ঠস্বর বজ্র গম্ভীর)

নূট। তোমার স্ত্রী মারা গেছে।

পাগল। মিথ্যা কথা! হরিহর, আমি তোমায় শেষবারের মত প্রশ্ন ক'রছি, এখনও বল, আমার স্ত্রী আজও বেঁচে আছে কিনা?

নূট। (দৃঢ়স্বরে) সত্যকথা বলবার মত সৎসাহস আমার আছে, তা যতই দুঃখের হ'ক না কেন। তোমার ঠিকানা না জানার জন্য সে খবর তোমায় সময়মত জানাতে পারিনি। মানসিক ব্যাধি ও দুর্ব্বলতাই তার মৃত্যুর একমাত্র কারণ।

পাগল। (চঞ্চলভাবে) আর—আর—আমার পুত্র? সে তো আজও বেঁচে আছে? বল, কোথায় আছে সে?

নূট। (বিচলিত ভাবে) তোমার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ অতি আকস্মিক ভাবেই আমার কানে আসে। পরে জানতে পারি, তোমারই কোন আত্মীয় তোমার ছেলের দায়ীত্বভার গ্রহণ ক'রেছে। কিন্তু তার পরিচয় আজও জানতে পারিনি।

পাগল। (নিজেকে সামলাইয়া লইয়া) তা'হলে এবার আমার গচ্ছিত টাকাটার একটা ব্যবস্থা—

নৃট। তোমার গচ্ছিত টাকা! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সে তো তুমি চ'লে যাবার কিছুদিন পরই বাড়ীতে ডাকাত প'ড়ে সব লুট হ'য়ে গেছে। অতি কষ্টে সেবার নিজের প্রাণটা বেঁচে গিয়েছিল ভায়া! আচ্ছা, তুমি তা'হোলে এবার আসতে পারো, আমার আবার একটু কাজ আছে কিনা।

পাগল। (কঠিন স্বরে) আজ আমাকে তুমি অত সহজে ভোলাতে পারবে না বন্ধু! বহু কষ্ট পেয়ে এতদিন পর তোমার সন্ধান পেয়েছি, অত সহজেই কি আমি চ'লে যেতে পারি ?

নৃট। অবিনাশ, তুমি জান অতীতে আমরা উভয়েই পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ছিলুম। শুধু সেই সম্পর্ক মনে করেই আমি এখনও পর্য্যন্ত কোন অপ্রিয় কাজ ক'রতে চেষ্টা করিনি, নতুবা হত্যাপরাধে আমি বহু পূর্ব্বেই তোমায় গ্রেপ্তার করাতে পারতুম।

পাগল। (বিমর্ষভাবে) কিন্তু আর কেউ না জানুক, তুমি তো জানতে বন্ধু যে, আমি মিঃ বার্ণকে হত্যা করিনি। কংগ্রেসের সেই আন্দোলন দমন করবার জন্য যখন নিষ্ঠুর গভর্ণমেণ্ট নিরীহ গ্রামবাসীর উপর গুলি চালাবার আদেশ দিয়েছিল, তখন আমি নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে শুধু ম্যাজিষ্ট্রেটকে ভয় দেখাবার জন্য তাকে ভবিষ্যতে সাবধান হবার উপদেশ দিয়েছিলুম। তারপর সেই নিষ্ঠুর নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের আহুতিস্বরূপ যখন ম্যাজিষ্ট্রেট বার্ণ নিজেই নিহত হ'ল, তখন গভর্ণমেণ্ট স্বভাবতঃ আমাকেই সন্দেহ ক'রে আমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী ক'রল। উপায়ান্তর না দেখে আমি আমার সমস্ত অর্থ তোমার হাতে বিশ্বাস ক'রে তুলে দিয়ে ফেরার হলুম। এসব তো তোমার কিছুই অজানা নয়।

নৃট। সে বিচার আদালতের। সেই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির আশঙ্কা ক'রেই

আমি তোমায় এখনও পালিয়ে যাবার সুযোগ দিচ্ছি। এর পর তোমার ভালমন্দ তুমিই ভেবে দেখো।

[অবিনাশ মিত্র নূটবিহারীর এইরূপ আচরণে ও উক্তিতে ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া পড়িল ও তাহার তখনকার সেই ভয়াল চেহারা দেখিয়া নূটবিহারীও আতঙ্কে এক পা পিছাইয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া অবিনাশ দৃঢ়স্বরে বলিল]

পাগল। নূটবিহারী, আমিও তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, তুমি আগুন নিয়ে খেলা ক'রছ, যার পরিণাম কখনই শুভ হ'তে পারে না। তুমি ভাবছ হত্যার অপরাধে তুমি আমায় ধরিয়ে দেবে পুলিশের হাতে। কিন্তু তার সাথে এটাও ভেবে দেখনি, যে, যে একটা খুন ক'রেছে, তারপক্ষে আর একটা খুন করা কিছু—

নূট। (চীৎকার করিয়া) কি! তুমি আমায় খুন ক'রবে? তোমার এতদূর দুঃসাহস!

পাগল। (চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) চুপ কর রাস্কেল, আমি তোমায় সাতদিনের সময় দিয়ে গেলুম। মনে রেখ, সাত দিনই যথেষ্ট সময়—

[মঞ্চ ঘুরিয়া গেল]

[বন্ধ ঘরের দ্বারে কান পাতিয়া শশী শুনিতেছিল]

নূট। (নেপথ্যে) আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না, তুমি বেরিয়ে যাও, এখনই বেরিয়ে যাও, যাও—যাও!

[তাহার কণ্ঠস্বর নীরব হইবার অব্যবহিত মুহূর্ত্তে গিরিজাবাবুও আসিয়া শশীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তাহারা দেখিলেন পূর্ব্বোক্ত কুদর্শন লোকটি উত্তেজিতভাবে বেগে দরজা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। গিরিজাবাবু কিছুক্ষণ গমনশীল কুশ্রী লোকটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া পরে সকলকে লইয়া নূটবিহারীর ঘরের দরজার কাছে যাইয়া উহাতে ঈষৎ ধাক্কা দিলেন। কোন

সাড়া না পাইয়া তাঁহার মনে একটু সন্দেহ হওয়ায় তিনি দরজা ঈষৎ ফাঁক করিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিয়াই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন]

গিরিজা। একি! কর্ত্তাবাবুকে খুন ক'রে গেছে!

[নুটবিহারী ছুরিকাবিদ্ধ অবস্থায় গৃহের মধ্যস্থলে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া সকলে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরমুহূর্ত্তে গিরিজাবাবু প্রকৃতিস্থ হইয়া চীৎকার করিয়া আদেশ দিলেন]

গিরিজা। তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? যাও, শিগগীর ওই লোকটাকে ধর, বেটাকে পুলিশে দিতে হবে।

[তখন বাহিরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে ও সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া সেই অন্ধকারকে আরো ঘনাইয়া তুলিয়াছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকে ক্ষণিকের জন্য চক্ষু ধাঁধাইয়া দিয়া সমস্ত পৃথিবী গুরুগর্জনে প্রকম্পিত হইল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রাজ্যেশ্বরের কক্ষ। সীমা অসুস্থ। সে টেবিলে রক্ষিত শিশি হইতে ওষুধ ঢালিয়া পান করিয়া গলবস্ত্রে তাহার পিতার তৈলচিত্রের নিকট সরিয়া গেল]

সীমা। (করজোড়ে) বাবা! তোমার শেষ আশীর্ব্বাদ যেন আমাদের প্রাণে অণুপ্রেরণা এনে দেয়। আমাদের আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকল বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারি।

[তাহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে চক্ষু মুছিল। হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল ও দরজা খুলিয়া দিয়া সরিয়া আসিল। দোকানী নিতাই প্রবেশ করিল]

নিতাই। আজ্ঞে, মাসকাবারী টাকাটা আজ দেবার কথা ছিল। দু'মাসে প্রায় ৫০৲ টাকা জ'মে গেছে।

সীমা। কল্যাণদা'তো এখনো বাড়ী ফেরেন নি। এলেই আমি ব'লব নিতাইদা'।

নিতাই। শুধু ব'ললেই তো আর আমাদের চ'লবে না, দোকান তো বজায় রাখতে হবে। এরপর আর কোনো জিনিস আমি দোকান থেকে দিতে পারবো না। আমার সাফ্ কথা।

সীমা। আর তোমায় দিতে হবে না নিতাইদা'। আর তোমার টাকাও আমরা শোধ ক'রে দেবো।

নিতাই। ওবেলা তাহলে আসতে ব'লছেন আপনি?

[সীমা তাহার হাতের শেষ চুড়িটির দিকে চাহিয়া দেখিল]

সীমা। (স্বগত) এই একগাছা শেষ সম্বল! (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া প্রকাশ্যে) তাই এসো, আজই তুমি টাকা পাবে।

নিতাই। আচ্ছা নমস্কার।

[নিতাই চলিয়া গেলে সীমা তদবস্থায় বালাগাছা চাপিযা ধরিয়া রহিল। তাহার গণ্ড বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল]

সীমা। সেই সকাল বেলা কল্যাণদা' বেরিয়েছেন; কত জায়গায় চেষ্টা ক'রছেন, একটা চাকরীও যোগাড ক'রতে পারছেন না।

নেপথ্যে। আসতে পারি?

সীমা। (নিজেকে সামলাইয়া লইয়া) আসুন।

[বৃদ্ধ বাড়ীওয়ালা প্রবেশ করিল। সীমা আসন পাতিয়া দিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল]

—বসুন।

বাড়ীওয়ালা। ব'স্‌ব বইকি মা। (আরাম করিয়া বসিয়া) আঃ!…… টাকার সংস্থান হ'য়েছে মা? বাবাজীবন বাড়ী নেই বুঝি?

সীমা। না, সেই জন্যই বেরিয়েছেন। আপনি বসুন।

বাড়ীওয়ালা। ভেবে দেখ মা! তা' চারমাসে পড়'ল বৈকি! যোগাড় হচ্ছেনা ব'লেই বোধ হয় দেরিটা হচ্ছে। তা' আমারও তো ভাড়াটা উপজীবিকা, না ব'লেতো পারি না।

সীমা। ব'লবেন বৈকি।

বাড়ীওয়ালা। তবেই ভাব দেখি মা! আর তোমরাই বা কি ক'রবে, আমি তো সবই বুঝতে পাচ্ছি। আরে মা ব'লব কি। ভাল মানুষের কাল নয়। টাকার জন্য বেরিয়েছে—বলছ? টাকাতো আর রাস্তায় প'ড়ে—(সীমাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া) না না, এ চিন্তার কথা! ভাব দেখি মা ঐসব লোকের কথা! পেটে বোমা মারলেও 'ক' অক্ষর বেরোবে না। অথচ দিব্বি রোজগার ক'রে যাচ্ছে। সব 'ফোর টুয়েন্টির' ব্যাপার, বুঝলে না?

[সীমা হাসিল]

—না না, এ হাসির কথা নয় মা! ভাব দেখি, আজ এরা মাথা চাড়া দিয়েছে ব'লেই তো নিরীহ ভদ্রলোকেরা কিছু ক'রতে পাচ্ছেনা, আর মাসের পর মাস বাড়ীভাড়া ফেলে যাচ্ছে। বাড়ীওয়ালারাই বা খায় কি?

সীমা। সে তো ঠিক কথাই ব'লছেন, কল্যাণদাও তো সব সময় ভাবছেন।

বাড়ীওয়ালা। না না, আমি তোমাদের ভাবতে ব'লছি না। আমি বলছি··· এই···ভাব দেখি।···

সীমা। আচ্ছা জেঠামণি, আপনি একটু একা বসুন, আমি আপনার জন্য চা ক'রে আনি।

বাড়ীওয়ালা। (আতঙ্কে) তুমি ক্ষেপেছ মা। ওইতো শরীর।···আচ্ছা আচ্ছা খাব।···দিনতো প'ড়েই রয়েছে। তুমি হ'লে আমার মা। খাবনা?

সীমা। সত্যি, আপনার কথাগুলো এত ভাল যে শুনতে ইচ্ছে করে।

বাড়ীওয়ালা। শুনবে বই কি মা। ভাড়াটে বাড়ীওলা সম্পর্ক—কোথাকার পরিচয় ভাব দেখি, উঠে এলে আমার এখানে। ব্যস্! সম্পর্ক গ'ড়ে উঠলো। একি সহজে ভোলা যায়। আচ্ছা আজ উঠি মা, বুড়ো মানুষ, বাড়ীতেও ব'সে থাকতে পারি না। (উঠিয়া) ওকে আর বেশী চাপ দিও না। পুরুষ মানুষ, মাথার ওপর এতবড় চাপ! হ'লেই জানাবে।...ভাব দেখি।

[বৃদ্ধ উঠিয়া প্রস্থান করিল। সীমা দরজা বন্ধ করিয়া পুনরায় তাহার পিতার ফটোর নিকট যাইয়া করজোড়ে বলিল]

সীমা। বাবা! তুমিই তো ব'লেছ, শত বিপদেও ধৈর্য্য বেখে একমনে ভগবানকে ডাকলে তিনি সমস্ত বিপদ কাটিয়ে দেন। আমাদের এই বিপদেও কি তিনি—

[সীমা ফিরিতেই দেখিল দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে কল্যাণ]

কল্যাণ। আমার দেরী হ'য়ে গেছে সীমা! তুমি নিশ্চয়ই রাগ ক'রেছ? এখন শরীর কেমন আছে? জ্বরটা কমেছে?

সীমা। হ্যাঁ। কোথায় ছিলে এতক্ষণ? এত দেরী তো তোমার কখন হয় না?

কল্যাণ। প্রকাশকের কাছে পাণ্ডুলিপিখানা বেচে দিয়েছি।

সীমা। টাকা পেয়েছ? যাক্, নিতাইদাকেও সন্ধ্যের আগে আসতে ব'লেছি। কত টাকা পেয়েছ?

কল্যাণ। পেয়েছি নয়, পেয়েছিলুম—২৫৲ টাকা।

সীমা। পঁচিশ্ টাকা!

কল্যাণ। এতেই আশ্চর্য্য হ'চ্ছ! বৃহৎ অট্টালিকার চার তলার কক্ষে ব'সে প্রকাশক যখন তার নূতন প্রকাশিত বইএর লাভের অঙ্ক দেখে চক্ষু

বিস্ফারিত করে, তখন সেই বাড়ীর একতলার স্যাঁতসেঁতে ঘরে ব'সে সেই বইএর লেখক তার বোনের শতছিন্ন কাপড়ের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

সীমা। আগে জামা কাপড় ছাড়, পরে সব কথা শুনব।

কল্যাণ। কিন্তু শেষটুকু এখনো শোননি সীমা। (সীমার নিকট আগাইয়া) —বহু কষ্টে উপার্জিত সেই কয়েকটি টাকা, তাদের চেয়েও নিষ্ঠুর, তাদের চেয়েও হৃদয়হীন এই আমি, অন্যের হাতে তুলে দিয়ে এসেছি ; তখন একবারও তোমার শতছিন্ন ময়লা কাপড় ঢাকা মলিন মুখখানির প্রভাব আমায় সেই পাপ পথ থেকে নিবৃত্ত ক'রতে পারেনি।

সীমা। এসব কথা কেন ব'লছ কল্যাণদা' ? কি হ'য়েছে ?

কল্যাণ। আমি জুয়া খেলে সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছি, একটা পয়সাও ঘরে আনতে পারিনি।

সীমা। (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া)—নাও, হাত মুখ ধুয়ে এস।

কল্যাণ। তুমি কিছু বল্লে না বোন ?

সীমা। তুমি তো আর জেনেশুনে যাওনি।

কল্যাণ। সত্যি তাই ! লোভ সামলাতে পারিনি। ভাবলুম অনেক টাকা পাবো, সঁব ধার শোধ ক'রে দেব।

সীমা। (হাতের বালা চাপিয়া ধরিয়া) নিতাইদা'কে বিকেলে আসতে ব'লেছি ; আজ তাকে টাকা দিতেই হবে ! তাই ভাবছিলুম—যদি এই বালাটা—

কল্যাণ। কিন্তু এভাবে আর তুমি কতদিন চালাবে ?

সীমা। সে আমার মুখের উপর ব'লে গেছে, সে আর কোন জিনিসই দিতে পারবে না, আরও—

কল্যাণ। উতলা হ'য়ো না সীমা ! মনে রেখো, আজ আমাদের হাসি মুখেই এসব সহ্য ক'রতে হবে। আমরাই ত' শুধু একা নই বোন !—

এইটাই বাংলার সত্যিকারের রূপ; হাজার হাজার দুঃখীর মধ্যে আমরাও দুটি প্রাণী—ভয় কি সীমা!

সীমা। আমরা এমন কি পাপ করেছি, যার জন্য ভগবান আমাদের এত কষ্ট দিচ্ছেন?

কল্যাণ। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর সীমা, চিরদিনই আমাদের এমনি যাবে না; আমাদেরও হেসে খেলে বাঁচবার অধিকার আছে···চলো, আর আমি দেরী ক'রবো না— (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একটি বাড়ীর আঙ্গিনায় দুইটি বালক গুলি খেলিতেছিল]

১ম বা। এই···এটা আমার গুলি।

২য় বা। ওরে বাসরে! আহ্লাদে আর বাঁচিনে। দে—

[সে ঝটিতে প্রথম বালকের হস্ত হইতে গুলিটি কাড়িয়া লইয়া বেগে প্রস্থান করিল]

১ম বা। আচ্ছা! আবার আসিস্ খেলতে, হনুমান লেলিয়ে দেবো।

[এমন সময় পাগল উদভ্রান্তের মত সেখানে উপস্থিত হইল। বালকটি তাহাকে দেখিয়া ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিল। পাগল তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে চুপ করিবার ইঙ্গিত করিল]

পাগল। খোকা, আমার খুব বিপদ! আমি খুব ভাল লোক, তোমার কোন ভয় নেই। তোমাকে লজেন্স, ঘুড়ি, লাটাই সব এনে দেব। আমার পেছনে পুলিশ তাড়া ক'রেছে—পাগলা কুকুরের মত তারা ছুটে আসছে! আমাকে একটু লুকোবার জায়গা ব'লে দাও না বাবা।

বালক। পুলিশ তাড়া ক'রেছে কেন? তুমি কি ক'রেছো?

পাগল। তাতো জানিনে, বোধ হয় পাগল ভেবে। দেরী করোনা বাবা—ওই ওরা এসে প'ড়লো—

বালক। তুমি এই ঘরের পাশ দিয়ে গিয়ে দেখবে বাইরে যাবার খিড়কি দরজা আছে—

[পাগল কালক্ষেপ না করিয়া সেইদিকে ধাবিত হইল]

নেপথ্যে। এই বাড়ী। অটলবাবু, আপনারা গেট রক্ষা করুন, কাউকেই বেরোতে দেবেন না। (ঢুকতে ঢুকতে) সুবোধ হারি আপ্! (সম্মুখে ছেলেটিকে দেখিয়া) এই যে খোকা। একটা পাগলকে তাড়া ক'রে আমরা এখানে ঢুকেছি। তুমি নিশ্চয়ই জান সে কোনদিকে গিয়েছে। শীগগীর বলতো বাবা?

বালক। (কাঁদকাঁদ সুরে) এই দেখুন না, পাগলটা ছাদে যাবার রাস্তা জিজ্ঞাসা ক'রে বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেছে। আমার বড্ড ভয় ক'রছে।

সমীর। কোন্ দিকে গিয়েছে?

বালক। ওই দিকে।

[বিপরীত দিকে বাড়ীর ভিতরের রাস্তা দেখাইয়া দিল]

সমীর। সুবোধ। হারি আপ্!

[সকলে সদলবলে অন্দরে ঢুকিয়া গেল]

তৃতীয় দৃশ্য

[ডাক্তার হরিমোহনের ডিস্‌পেনসারী ঘর। তিনি রোগী দেখিতে ব্যস্ত। তাঁহার সম্মুখে একটি রোগী জিভ্ বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে]

ডাঃ হরি। (মুখ তুলিয়া) আরে, মা কালী হ'য়েই যে রইলি। (বুক পরীক্ষা করিয়া) হুঁ! কি খেয়েছিলি?

রুগী। আজ্ঞে, ভাতের ফ্যান্।

হরি। ফ্যান্! ১০৩° ডিগ্রী জ্বরে ভাতের ফ্যান্? দুধ বার্লি খেতে বলেছিলুম না?

রুগী। আজ্ঞে পয়সা যোগাড় ক'রতে পারিনি।

হরি। (শিহরিয়া) বলিস্ কিরে! আমার টাকা এনেছিস তো? কই দেখ?

রুগী। (ট্যাক্ হইতে বাহির করিয়া) এজ্ঞে, অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি। এই নাও—

[সাগ্রহে ডাক্তার লইল]

—ডাক্তারবাবু, কাল ভাত খেতে পারবো তো? কাজে বেশী নাগা হ'লে ছেলেপুলেগুলো না খেতে পেয়ে ম'রে যাবে।

হরি। তোর কাছে আর কিছু পাওনা নেই?

রুগী। না বাবু। এস্তোক শোধ।

হরি। আচ্ছা, যাস্।

[সে চলিয়া গেলে হরিমোহন উঠিয়া অন্য রোগীর দিকে চাহিল]

—কি রে হীরু, সেদিনের পয়সা ছ' আনা আর দিবি নে বুঝি?

হীরু। এজ্ঞে, ওষুধের দাম তো 'কম্পণ্ডি' বাবুরি তেখ্যনি দিয়ে দিইছি। পাওনা তো নেই কিছু।

হরি। বটে! আর শিশির দামটা কে দেবে? পরে দিয়ে যাবি। যা দু'টো সিগারেট নিয়ে আয়। (হীরু উঠিল) একটা দেশলাইও ঐ সঙ্গে আনিস্।

[হরিমোহন চেয়ারে বসিয়া প্যাণ্টের পকেট হইতে একটি বাক্স বাহির করিয়া উহার মধ্য হইতে একটি বিড়ি তুলিয়া লইয়া ধরাইল ও ধূমপান করিতে লাগিল। হীরু সিগারেট ও দেশলাই আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। হরিমোহন তুলিয়া ডিবায় ভরিল]

হরি। তারপর হীরু! নাগেদের বাড়ীর খবর কি? খুনের কোন কিনারা হ'ল? আরে এতো সোজা কেস্। ধ'র্‌তে কি আমাদের দেরী হয়!

হীরু। পুলিশ তো খুব আনাগোনা ক'রছে। সকলেই তো পাগলকে সোন্দ ক'ত্তেছে। মাণিকবাবু তো থানায় তাই ব'লেছে। হাজার হ'ক, সাক্ষেৎ মামাতো! খুনীকে ধরবার জন্যে দু'হাতে পয়সা খরচা কত্তেছে।

হরি। পয়সা খরচ ক'রছে, না? হারামজাদা লম্পটের যাস্—

হীরু। না বাবু। নাগ মশাই খুন হবার পর থেকে স্বভাবটাও যেন কিছু পালটেছে; সর্ব্বদাই মনমরা ভাব। চোট্‌টাও তো কম নাগেনি! চোখের সামনেই তো—পেরানটারে বার ক'রে নিয়েছে।

হরি। ছোঁড়াটার কপাল ভাল। নুটুবিহারী বেঁচে থাকলে ওকে আর ক'রে খেতে হ'ত না।

হীরু। (নিম্নস্বরে) আচ্ছা বাবু, তবে যে শুনছি বড়, মাণিক বাবুরী খুন ক'ববার জন্য খুনির দল শাঁসিয়েছে?

হরি। কে ব'ল্‌লে তোকে?

হীরু। কেনে, মাণিক বাবুই তো পুলিশকে ব'লেছে—

[কথা শেষ না হইতেই ঝড়ের বেগে প্রবেশ করিল কল্যাণ।
তাহার ভাব উদ্‌ভ্রান্ত]

কল্যাণ। ডাক্তারবাবু, আপনাকে একবার যেতে হবে! সীমার অবস্থা খুব খারাপ—

হরি। এই তো সবে খুলে বস্‌ছি। এখনো 'বউনি' হয়নি। টাকা পয়সা কিছু এনেছেন?

কল্যাণ। (বিনীতভাবে) না ডাক্তারবাবু, টাকার যোগাড় হয়নি; আর টাকা কালও তো নিতে পারেন।

হরি। চিকিৎসাও না হয় কালই হবে; একদিনে তো' আর রোগী ম'রে যাবেনা?

কল্যাণ। তাই ব'লে গরীবের চিকিৎসা হবে না টাকার অভাবে?

হরি। কেন? সরকারী হাঁসপাতালের অভাব নেই, যান্ না সেখানে?

কল্যাণ। (দৃঢ়স্বরে) অতদূর যাবার সময় হবে না; আপনাকেই যেতে হবে।

হরি। কেন? জবরদস্তি নাকি?

কল্যাণ। সেই কথাই যদি বুঝে থাকেন, তবে তাই। নতুবা আপনার ডাক্তারী করা এইখানেই ঘুচিয়ে দেবো—

[ক্ষীপ্তভাবে ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইল]

হরি। (ব্যস্তভাবে) কি? তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছো? জানো আমি তোমায় পুলিশের হাতে দিতে পারি? তুমি এই মূহূর্ত্তে এখান থেকে বেরিয়ে যাও—যাও।

কল্যাণ। বেরিয়ে যাবার জন্য আজ আর আমি আসিনি ডাক্তার, তোমায় নিয়ে যেতেই এসেছি।

[কল্যাণ পাগলের মত হরিমোহনের গলার কলার ধরিয়া তাহার নাকের উপর এক প্রচণ্ড ঘুসী মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল]

কল্যাণ। এবার বোধ হয় আর আপত্তি হবেনা—

[উভয়ে ধস্তাধস্তি করিবার সময় পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ কে যেন কল্যাণের মাথায় লাঠির দ্বারা আঘাত করিল। কল্যাণ আর্ত্তনাদ করিয়া ঘুরিয়া পড়িল]

চতুর্থ দৃশ্য

[মৃত নুটবিহারীর বৈঠকখানা ঘর। ইন্‌সপেক্টর সমীর ঘোষ ও গোবিন্দ সেনের সম্মুখে মাণিকলাল উপবিষ্ট]

মাণিক। কিন্তু ওনার পরিচয় তো' এখনও পেলুম না মিঃ ঘোষ?

সমীর। পাবেন, পাবেন, আস্তে আস্তে সব পাবেন। উনি হ'লেন মিঃ সেন —গোবিন্দ সেন, প্রাইভেট্ ডিটেক্‌টিভ্। আমাদের এই কেশটার তদ্বিরের ভার ওঁর উপরেই দেওয়া হয়েছে।

মাণিক। ও, নমস্কার! আপনিই প্রাইভেট্ ডিটেক্‌টিভ্ মিঃ গোবিন্দ সেন? আপনার নাম আমরা বহুবার শুনেছি। এই তো' কিছুদিন আগে দৌলতরামের খুনের কেশটা' যেভাবে আপনি—

গোবিন্দ। না—না, যতটা শুনেছেন ততটা নয়। ওর বেশির ভাগ কৃতিত্বই ছিল মিঃ ঘোষের।

সমীর। ওটা অবশ্য ব'লতেই হয়। তাই এবারেও কমিশনার সাহেব ওঁকে আমাদের সাহায্য করবার অনুরোধ ক'রেছেন। পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা থেকেই ওঁর প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা রয়েছে।

মাণিক। যাক্, ওঁকে পেয়ে ভালই হ'ল। তবে, এ কেশটায় ততটা মাথা ঘামাতে হবে না। কারণ, খুনী যে কে, সেতো আপনারা জান্‌তেই পেরেছেন। শুধু তাকে ধ'রে এনে হাজতে পোরা।

গোবিন্দ। সেতো বটেই, এটাতো ক্লীয়ার কেশ্। যদি মনে কিছু না করেন তবে কয়েকটি প্রশ্ন ক'রবো।

মাণিক। নিশ্চয়ই! এ আপনি কি ব'লছেন! যা' জানতে চান বলুন।

গোবিন্দ। আচ্ছা, মৃত নুটুবিহারীবাবু মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী ঠিক ক'রে গিয়েছিলেন কি? বা কোন উইল-টুইল?

মাণিক। (সন্দিগ্ধভাবে) আজ্ঞে…উত্তরাধিকারী বল্‌তে শুধু আমিই। আত্মীয় বল্‌তে তাঁর আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না।

গোবিন্দ। আপনার সম্বন্ধে কোন উইল ?

মাণিক। উইল বোধ হয় একটা ক'রে গিয়েছিলেন শুনেছি। তবে আমি এখনো সেটা দেখ্‌বার সুযোগ পাইনি।

গোবিন্দ। আচ্ছা আর একটা কথা। আপনার মামাবাবুর ষ্টেটের নিশ্চয় কোন ট্রাষ্টি আছে। আপনি কি তাদের কারও নাম জানেন ?

মাণিক। আজ্ঞে সবার নাম না জানলেও একজন আছেন যিনি এই স্টেটেরই সেক্রেটারী গিরিজাবাবু—গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষাল।…কিন্তু আমিতো বুঝতে পারছি না, এই সব প্রশ্নের সঙ্গে এই খুনের কি সম্পর্ক আছে ?

গোবিন্দ। তা অবিশ্যি নেই। তবে জানেন তো, অনেক সময় অনেক অপ্রাসঙ্গীক বিষয় নিয়েও আমরা আলোচনা করি। যাক্, আপনার আপত্তি থাকলে—

মাণিক। না না, আমি তা ব'লছি না। আমি শুধু কৌতুহলের জন্যই ওকথা জিজ্ঞাসা ক'রছি।

[এই সময় বিলাস দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তাহাদের দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। গোবিন্দবাবু তাহার এই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিলেন]

গোবিন্দ। লোকটিকে চেনা চেনা মনে হ'ল ?

মাণিক। আমারই একজন কর্মচারী, কোন কাজে এসেছিল।

সমীর। আচ্ছা, আজ তা'হলে এই পর্য্যন্তই থাক্ ; পরে প্রয়োজন হ'লে আবার আসা যাবে। মিঃ সেন—

গোবিন্দ। (আত্মস্থ হইয়া) হঁ্যা চলুন—আচ্ছা নমস্কার—

[নমস্কারান্তে তাহারা চলিয়া গেল। মাণিক দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া গিয়া ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল। বিলাস প্রবেশ করিয়া একবার আড়চোখে দরজার দিকে দেখিল]

বিলাস। গেছেন ?

মাণিক। হ্যাঁ গেছেন, তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার। তারপর, কি খবর? আচ্ছা—আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই বিলাস, যে, তোমার মত একজন "দানাদার" গুণী লোকও সামান্য ঐ ব্যাপারটার একটা কিনারা ক'রতে পারলে না। শেষে কি আমায় এই কথাই বিশ্বাস ক'রতে হবে যে—

বিলাস। ঘাবড়াচ্ছেন কেন স্যার। দাঁড়ান, আগে একটু দম নিতে দিন।... একটু হবেনা স্যার—

[মাণিক বিরক্ত ভাব গোপন করিয়া একটি সিগারেট তাহাকে দিল। সে উহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া বসিয়া জোরে টান দিল।

মাণিক। ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা—

বিলাস। (জোরে টান দিয়া আড-চোখে) ওদিককার খবর কিছু রাখেন?

মাণিক। কি খবর ?

বিলাস। খবর, মানে, জবর খবর—

মাণিক। হেঁয়ালী করনা বিলাস।

বিলাস। এই -তো স্যার, চ'টে গেলেন। শুনুন—সীমা ছুঁড়িটার ভ্যানক অসুখ। ছোঁড়াটা তার জন্যে গেছল ঐ মোড়ের ডিস্‌পেনসারীতে ওষুধ আনতে। পয়সাতো ট্যাঁকে ছেল না, ওষুধ দেবে কেন ডাক্তার।

মাণিক। বেশ, তুমি টাকা নিয়ে যাও। একেবারে ওষুধ—

বিলাস। ওইতো স্যার! সবুর সয় না—

মাণিক। হ্যাঁ বল।

বিলাস। ডাক্তার তো ওষুধ দিলে না। সত্যিই তো, পয়সা না পেলে সে কি ঘর থেকে—

মাণিক। ব্যাখ্যা ক'রতে হবে না, সোজা বল।

বিলাস। বলছি স্যার। ছোঁড়াটাতো গুণ্ডা। ডাক্তার ওষুধ না দিতে সে তাকে এই মারে আর কি। এতো আমরা নই। ডাক্তারের লোকেরা তাকে ধ'রে উত্তম মধ্যম দিয়েছে। মাথা ফেটে দু'আধখানা।

মাণিক। ম'রে গেছে ?

বিলাস। কে জানে।

মাণিক। (সোল্লাসে) বল কি বিলাস! তা'হলে ছোঁড়াটা এখন হাঁসপাতালেই আছে ?

বিলাস। হ্যাঁ স্যার। শুনলুম এখনও জ্ঞান হয়নি। আর জ্ঞান হ'লেও দু'চার দিনের মধ্যে বাড়ী ফিরতে পারবে, তেমন আশাও কম।

মাণিক। বেশ, বেশ বিলাস! এতদিন পর তুমি একটা খবরের মত খবর এনেছ। এবার কারখানার সুপার-ভাইজারের পদ তুমি আদায় না ক'রে আর ছাড়ছো না, কেমন ?

বিলাস। আজ্ঞে হুজুরের দয়া।

মাণিক। শুধু বড় পোষ্ট পেলেই তো আর চ'লবে না, কিছু কাজওতো ক'রতে হবে।...শোনো, তুমি সন্ধ্যার পরই মেয়েটার কাছে যাবে। ছোঁডাটার জন্য মেয়েটা নিশ্চয়ই উতলা হ'য়ে প'ড়েছে। তুমি তার কাছে গিয়ে ব'লবে যে কল্যাণ একটা এ্যাক্সিডেণ্ট্ ক'রে পুলিশে ধরা প'ড়েছে। এক ভদ্রলোক জামিন হ'য়ে তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন। আরো ব'লবে, সে তাকে দেখতে চায়। বুঝেছ বিলাস ?

বিলাস। কি যে বলেন স্যার! এ আর আমার কাছে এমন কি শক্ত কাজ! কিন্তু ভাবছি মেয়েটা যদি সন্দেহ করে ?

মাণিক। এসব ক্ষেত্রে সন্দেহ সহসা হয় না। যখন সন্দেহ ক'রবে, তখন সে সম্পূর্ণ আমাদের কবলের মধ্যে এসে প'ড়বে।...নাও, তুমি উঠে পড়। আমার গ্যারেজ থেকে গাড়ীটা বার ক'রে নেবে।

তারপর ওকে তুলে নিয়ে সোজা আমার মতিঝিলের বাগান বাড়ীতে নিয়ে তুলবে। আমি মনসাকে ফোন্ ক'রে জানিয়ে দিচ্ছি। সোজা দোতালার ঘরে।

বিলাস। সে সব আমায় ব'লতে হবে না, এতো রুটিং মাফিক্ কাজ।... (মাথা চুলকাইয়া) ব'লছিলাম কি,...খুচরো কিছু আছে? ভাবছি যাবার সময় বাজার থেকে একটা গঙ্গার ইলিশ বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাবো।

[মাণিক বিরক্তভাবে পকেট হইতে একটা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিবা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল]

মাণিক। কিন্তু কাজ যেন হাঁসিল হয়।

বিলাস। কি ব'লছেন স্যার! সেটি পাবেন না!

মাণিক। বেশ। আমি ঠিক সময় মত ওখানে গিয়ে পৌঁছাব।

পঞ্চম দৃশ্য

[মাণিকের মতিঝিলের বাগান বাড়ী। ঘরে একটি আরাম কেদারা, একটি চেয়ার ও অন্যান্য আস্‌বাব। ভৃত্য মনসা ঘরটি গুছাইতেছিল। তাহার চেহারা ষণ্ডামার্কা]

মনসা। সময় নেই, অসময় নেই ফোন্ ক'রে জানালেই হ'ল ঘর ঠিক রাখো। দেখি, আবার আজ কোন্ আকাশের চাঁদ ফাঁদে ধরা দিয়েছেন। এবারকার বকসিস্‌টা নাকি ভালই দেবেন। বোধহয় রত্নটিও একটু বেসামাল। আমিও শ্রীমান মনসা, যত বড় জাঁদ্রেলই হ'ক না, ঠিক পোষ মানিয়ে নেবো।...যাক, চেয়ার-টেয়ারগুলো এই ফাঁকে ঠিক ক'রে রাখি—

[মনসা একটি দুর ধরিয়া চেয়ার সাজাইতে লাগিল। হঠাৎ কার ডাকে সে উৎকর্ণ হইল]

বিলাস। (নেপথ্যে) মনসা—

মনসা। যাই বাবু—

[সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। ক্ষণপরে সীমাকে লইয়া বিলাস ও তৎপশ্চাৎ মনসা পুনঃ প্রবেশ করিল]

বিলাস। চলুন, চলুন—

মনসা। এই যে, এই চেয়ারটায় বসুন।

সীমা। একি! এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে?

বিলাস। ভাল জায়গায়ই এনেছি দিদিমণি। বসুন, সব কিছুই জানতে পারবেন।

সীমা। কিন্তু তুমি আমায় মিথ্যা কথা ব'লে এইখানে নিয়ে এসেছো। আমি তোমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে এই অসুস্থ শরীর নিয়ে এক কথায় চ'লে এসেছি। কিন্তু তোমাদের যে উদ্দেশ্যই থাক্, তা কখনোই সফল হবে না।

বিলাস। এই সেরেছেন আপনি! আমাদের আবার উদ্দেশ্য কি? দেখবেন, আপনি ঠ'কবেন না।…মনসা, আমি চলি, অনেক কাজ আছে। তুমি দেখো এদিকে—

[বিলাস প্রস্থান করিল]

নসা। দিদিমণি, আপনি বসো, আগে একটু সুস্থ হও।

[সীমা এদিকে ওদিকে একবার দেখিয়া লইয়া একটা চেয়ারে অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িল]

সীমা। তোমার নাম বুঝি মনসা?

মনসা। আজ্ঞে ঠিক ধ'রেছেন, এখানে আমারই খবরদারী।

সীমা। আচ্ছা মনসা, এরা আমায় ধ'রে এনে কি ক'রতে চায় জান?

মনসা। তা আর জানি নে। এটা বাবুর বাগানবাড়ী। বাগানবাড়ীতে কেনে ধ'রে আনে আপনি জানো না? বাবুর মন খুব দরাজ; একবার যদি বাগে আন্‌তে পার, তবে তোমার টাকা খায় কে? তবে আমাদেরও তখন মনে রাখতে হবে।

সীমা। কিন্তু আমিতো ও ধরণের মেয়ে নই? এরা আমায় ফাঁকি দিয়ে ধ'রে এনেছে, তুমি আমায় আমার বাড়ীতে পৌছে দাও না!

মনসা। তা'কি হয়। মনিবের নিমক খেয়েছি। নিমকহারামী ক'রব না। আর আপনি তো সুখে থাকবে, আপগার ভয়কি। একবার আপন ক'রে নাও। তারপর আমিও আছি তুমিও আছ। তখন দেখবে, আপগার সুখের জন্য আমিও জান্ দেবো!

সীমা। ছিঃ! ও সব কথা মুখে আন্‌তে নেই মনসা! তুমি আমার বড় ভাইয়ের মত, আমি তোমার ছোট বোন।

মনসা। আরে ওকথা পেথমটায় সকলেই ব'লেছে গো! শেষটায় আমার মতেই মত দিয়ে গেছে। আমার নাম মনসা, আমার জবান এক। কথার অবাধ্য হ'লে তুমিই ঠ'কবে। এখানে একবার যারা ঢোকে, তারা আর রেহাই পায় না। চিরদিনের জন্য তাদের মুখ বন্ধ হ'য়ে যায়। "তুমি সুন্দরী আছো; আমরা তোমায় সুখেই রাখবো। কথার অবাধ্য হ'লে পিঠের চামড়া তুলে নেব।

সীমা। মনসা! তোমরা কি মানুষ, না পিশাচ!

মনসা (একটি চাবুক তুলিয়া লইয়া) ব্যস্ ব্যস্। বাবুর হুকুম পেলে এই চাবুক দিয়ে তোমার মুখ বন্ধ ক'রে দেবো...(কিছু শুনিয়া) ওই বাবু এসে গেছে। খুব হুঁসিয়ার! কথার অবাধ্য হবনি।

[মাণিক প্রবেশ করিয়া মনসাকে ইশারা করিতেই সে সেলাম ঠুকিয়া বাহির হইয়া গেল। সে সীমার নিকট গিয়া দাঁড়াইল]

মাণিক। তাহ'লে এসেছো, কি বলো? এখানে তোমার কোন ভয় নেই, তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সীমা। তার অর্থ!

মাণিক। অর্থ সোজা।...যাক্, শোনো সীমা; যদি তুমি আমার মতে রাজি হও, আমি কথা দিচ্ছি,—আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার নামে লিখে দেবো।...বল, রাজি আছো?

সীমা। দেখুন, আপনি আমার বড় ভাইয়ের মত। আজ যদি আপনার কোন বোন্ থাকতো, সে আমারই মতো হ'তো। কাজেই ও কথা আপনার মুখে শোভা পায় না। আপনারা যে কৌশলে এখানে আমাকে নিয়ে এসেছেন তা সত্যিই ঘৃণ্য। মনে রাখবেন, পাপ কোন দিনই ঢাকা থাকে না। যদি আপনি আপনার পাপ-লালসা ত্যাগ না করেন, তবে আপনার ধ্বংস অনিবার্য্য।

মাণিক। কিন্তু যার অর্থ আছে, যশ আছে, তার সম্বন্ধে তোমার ও ধারণা বড় দুর্ব্বল। তবে আমি কথা দিতে পারি, এরপর থেকে আমি একদম গুড্ বয়। আমি তোমার গা ছুঁয়ে—

[সে অগ্রসর হইতেই সীমা নড়িয়া বসিল]

সীমা। খবরদার! আপনি অপ্রকৃতিস্থ!

মাণিক। বেশ তো, তুমি যদি অপছন্দ কর, না হয় এটাও—

সীমা। আমি আপনার ইতরামি শুনতে রাজি নই। আপনি এই মুহূর্ত্তে আমায় বাড়ী পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন।

মাণিক। হা হা হা হা! তুমি মনেও স্থান দিও না, যে, এত কষ্ট ক'রে ধ'রে এনে তোমায় আমি এমনি ছেড়ে দেবো।

সীমা। আপনি কি ক'রতে চান?

মাণিক। আমি তোমায় স্ত্রীরূপে পেতে চাই!

সীমা। (ঘৃণাস্বরে) আপনি পিশাচ! নতুবা অমন কথা মুখেও আনতে পারতেন না। আমি আপনাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি।

মাণিক। আমিও সুন্দরী মেয়েদের পছন্দ করি এবং প্রয়োজন হ'লে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নিজের ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে নিই। যাক, আমি এতক্ষণ তোমায় মিষ্টি কথায় বোঝাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছি, কিন্তু এরপর আর তুমি আমাকে দোষারোপ ক'রতে পারবে না—

[মাণিকলাল সীমার দিকে অগ্রসর হইল। সীমা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় লাফাইয়া উঠিল]

সীমা। সাবধান! আপনি কখনো আমাকে জীবন্ত স্পর্শ ক'রতে পারবেন না। আমি কাল থেকে অসুস্থ—অনাহারী; আপনি আমাকে মিথ্যা প্রলোভনে এখানে ভুলিয়ে এনে যে পাপ ক'রেছেন, তার ফল আপনাকে ভোগ ক'রতেই হবে। মনে রাখবেন, নারীনির্য্যাতনই পাপের শেষ প্রচেষ্টা।

মাণিক। হ্যাঁ, মহাভারতে এ রকম দৃষ্টান্ত প'ড়েছি বটে। কিন্তু এতো মহাভারতের যুগ নয় সীমা? এখানে শুধু তুমি আর আমি—

[মাণিকলাল সীমার দিকে জ্বলন্ত লালসার দৃষ্টিতে অগ্রসর হইতেই সীমা একহাতে মুখ ঢাকিয়া পশ্চাতে সরিতে লাগিল। সেই মুহূর্ত্তে মনসা পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মাণিককে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলিয়া দিল ও মাটিতে সীমার হাত চাপিয়া ধরিল। সীমা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল]

সীমা। ছেড়ে দে, আমার হাত ছেড়ে দে—

মনসা। (বিকট ভঙ্গিতে) কেনে, ছাড়বো কেনে? আমাকে যে অধিকার দিয়েছিস—তাই বলেছিস্ না!

সীমা। মনসা!

মাণিক। (সরোষে উঠিতে উঠিতে) মনসা—বেইমান—

[মাণিক উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলে কাহারা তাহার মাথায় লাঠি মারিল। সে লুটাইয়া পড়িল। তাহাদের পশ্চাৎ হইতে পাগল ধীরে ধীরে মনসার দিকে অগ্রসর হইতেই সীমা ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইবার পূর্ব্বেই পাগল তাহাকে ধরিয়া ফেলিল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সীমার বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তা। তাহার ঘরে তালা ঝুলিতেছে। এমন সময়ে মস্তকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় কল্যাণ প্রবেশ করিয়া দরজায় তালা দেখিয়া আশ্চর্য্য ও হতাশ হইল]

কল্যাণ। তালা! সীমা? সীমা তবে কোথায় গেল? অসুস্থ অবস্থায় তাকে আমি একা রেখে গিয়েছিলুম। কিন্তু—

[সে পুনরায় তালাবদ্ধ দরজার দিকে চাহিল]

—তালা কেন?

[সে ধীরে ধীরে দরজার নিকট গিয়া তালাটি চাপিয়া ধরিল]

—সীমা! দরজা খোল, আমি এসেছি!...(মুখ ঘুরাইয়া)...আমার উপর রাগ ক'রেছো, অভিমান ক'রে হয়তো কোথায়ও—না না না, এখানে তাঁর কোন আত্মীয় স্বজনতো নেই। তবে! তবে কোথায় গেল সে!

আমার বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য নয় কি? অধিকন্তু, আমি নিজেই স্বীকার ক'রছি, এইসব হত্যাকাণ্ড আমিই ক'রে এসেছি। কল্যাণ বাবু তাঁর জবানবন্দীতে ব'লেছেন, তিনি শুধু পিস্তল তুলেছিলেন; কিন্তু গুলি ছুড়েছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি। ধর্ম্মাবতার! আপনাদেরই আইনে বলে—প্রমাণাভাবে একশো খুনী খালাস পাওয়াও দোষের নয়। কিন্তু, বিচার বিভ্রাটে একজনও নির্দ্দোষীর শাস্তি হওয়া মহা দোষের কথা।

বিচারপতি। (সচকিতে) কিন্তু মা, তোমার উক্তির যথার্থ গুরুত্ব তুমি উপলব্ধি ক'রতে পেরেছ কি?

সীমা। আমি সজ্ঞানেই আমার বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছি, ধর্ম্মাবতার!

বিচারপতি। তোমার এই উক্তির বলে আমি তোমাকে হত্যাকারী—

[এই সময় এক বিকট হাস্যরোলে বিচার কক্ষ প্রকম্পিত হইল। সকলের দৃষ্টি নিপতিত হইল সদর দরজার উপর। পাগল ধীরে ধীরে বিচারপতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল]

পাগল। মি লর্ড! ওয়ান্ মিনিট প্লিজ্! যদি অনুমতি হয়—আমার কিছু ব'লবার আছে।

বিচারপতি। এই মামলার সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ?

পাগল। আমার? ধর্ম্মাবতার! আমি সেই অবিনাশ মিত্র, ম্যাজিষ্ট্রেট বার্ণ-এর হত্যার অভিযোগে যার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এখনও বলবৎ আছে। আমিই শিল্পপতি নুটবিহারী নাগের হত্যাকারী। কিন্তু যে হত্যার কথা আজো লোকে জানেনা, আজ সেই হত্যার কাহিনীই আমি জগৎকে শোনাতে এসেছি এবং এই মামলার সঙ্গে তার যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে।

বিচারপতি। ইয়েস্, ক্যারি অন্—

[পাগল বিচারপতির সম্মুখীন হইল]

পাগল। মি লর্ড! শিল্পপতি নূটবিহারী নাগ ওরফে হরিহর নাগকে হত্যার পর লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে প্রতিহিংসা চরিতার্থ ক'রবার জন্য আমি পর পর ডাঃ হরিমোহন ও মাণিকলালকে হত্যার চেষ্টা করি। হরিমোহনকে হত্যা করবার পর আমি মাণিকলালের উদ্দেশ্যে সাহানার গৃহে গিয়ে দেখি ঐ যুবক মাণিকলালের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই সুযোগ আমি নষ্ট ক'রলুম না। অন্ধকারের সুযোগে আমি ঐ যুবকের পেছন থেকে মাণিকলালকে গুলি করি। ভেবেছিলুম, যুবক পালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু তা সে পারলোনা, ধরা প'ড়ে গেল ঘটনাস্থলেই। কিন্তু তখন আমি একবারও ভাবতে পারিনি যে, দু'টি ফুলের মত নিষ্পাপ প্রাণ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে প'ড়বে। তাই, যখন দেখলুম, এক নির্দোষ যুবককে রক্ষা করবার জন্য আর একটি নিষ্পাপ তরুণী জীবন আহুতি দিচ্ছে, তখন আর ঠিক থাকতে পারলুম না। তাই আমি নিজেই ধরা দিয়ে সকল দোষ স্বীকার ক'রে পাপের কঠিন দণ্ড আজ নিজেই গ্রহণ ক'রছি।

[পাগল মস্তক অবণত করিয়া দাঁড়াইল। ইনেস্‌পেক্টর সমীর ঘোশের নির্দ্দেশে দুইজন কনষ্টেবল আসিয়া তাহার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল]

গোবিন্দ। (দাঁডাইয়া) মি লর্ড! এই ঘটনা সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে।

[বিচারপতি কোর্ট ইন্‌সপেক্টরের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিলেন]

তুষার। দি জেণ্টলম্যান্ মিঃ গোবিন্দ সেন ইজ্ দি প্রাইভেট্ ইন্‌-ভেষ্টিগেটর্। ইনি এই মামলার বেসরকারী তদন্ত ক'রেছেন।

বিচারপতি। (গোবিন্দের প্রতি) আপনি কি ব'লতে চান?

গোবিন্দ। এখন আমি এই মামলা সম্পর্কে এমন কতকগুলি সূত্র এবং তথ্য আপনার সম্মুখে উদ্‌ঘাটন ক'রব, যাতে আপনি এবং জুরী মহোদয়গণ যথার্থ কে এই সকল খুন ক'রেছে তা' সহজেই বুঝতে পারেন।

বিচারপতি। ইয়েস্, ইউ প্রসিড্ অন্।

[গোবিন্দ সেন তৎপর বিচারপতির নিকটবর্ত্তী হইলেন]

গোবিন্দ। এই মামলার আসল হত্যাকারী যে কে, তা' নিয়ে একটু বিভ্রাট বেধেছে। আমি যুক্তিসহ এমন কতকগুলি প্রমাণ আপনাদের সম্মুখে তুলে ধ'রব যাতে আপনারা অনায়াসেই বুঝতে পারেন কে আসল হত্যাকারী। প্রথমেই ধরা যাক্ ম্যাজিষ্ট্রেট বার্ণ হত্যার কথা। মিঃ বার্ণ নিহত হবার পর সরকারের সমস্ত সন্দেহ গিয়ে পড়ে শ্রীপুরের অন্যতম ধনী অবিনাশ মিত্র ওরফে পাগলের উপর। তিনি ফেরার হবার সময় তাঁর গ'চ্ছিতঅর্থের একটা মোটা অংশ তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু হরিহর নাগ ওরফে নুটবিহারী নাগের কাছে গচ্ছিত রেখে যান তাঁর স্ত্রী রাণী দেবীর ও শিশুপুত্রের ভরণপোষণের জন্য। এ ইতিহাস আরও একজন জানতেন। তিনি হ'লেন মৃত নুটবিহারী নাগের সেক্রেটারী গিরীজা প্রসন্ন ঘোষাল।

অবিনাশ মিত্র ফেরার হবার কিছুদিনের মধ্যেই নিহত বার্ণ সাহেবের আসল হত্যাকারী গ্রেপ্তার হ'লে, সরকার অবিনাশ মিত্রের উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার ক'রে নেন। আমার এই উক্তির সত্যতা সরকারের রেকর্ড থেকেই প্রমাণিত হবে। কিন্তু এ খবর মৃত নুটবিহারী নাগ জানলেও অবিনাশ মিত্র আজো জানতে পারেন নি।

পাগল। (উত্তেজনায়) ধর্ম্মাবতার! তবে কি আমি—

[বিচারপতি রুল ঠুকিয়া তাহাকে বাধা দিলেন]

বিচাপতি। (গোবিন্দের প্রতি) ইয়েস, ইউ ক্যারি অন্—

গোবিন্দ। মৃত নুটবিহারী নাগের বিরাট সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশান ছিল তাঁর ভাগিনেয় মাণিকলাল। নিহত হবার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি মাণিকলালের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের জন্য তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ক'রবেন ব'লে ভয় দেখিয়েছিলেন। মাণিকলালও এটা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে বর্ত্তমান উইল পরিবর্ত্তন করবার পূর্ব্বেই যদি নুটবিহারীকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় তবেই মঙ্গল। আর হ'লও তাই।

মাণিক। (উঠিয়া উত্তেজিত ভাবে) না, কথনই নয়—

[বিচারপতি পুনরায় রুল ঠুকিলেন]

গোবিন্দ। নুটবিহারীর হত্যার তদ্বিরের জন্য আমি ও ইন্সপেক্টর সমীর ঘোষ তাঁর বাড়ীতে গিয়ে বিলাস নামক তাঁরই কারখানার একজন সামান্য মজুরের সঙ্গে মাণিকবাবুর অন্তরঙ্গতার আভাষ পাই। আমার মনে খট্‌কা লাগলো। আমিও মজুরের বেশে মাণিকবাবুর কারখানায় গিয়ে বিলাসের সঙ্গে কয়েকদিন দেখা ক'রে সামান্য কথার মারপ্যাচ ও লোভ দেখিয়ে তাকে পেয়ার ক'রে নি'। সেই থেকে মাণিকবাবুর উপরে কড়া নজর রাখবার অবাধ সুযোগ আমি পাই।

[কিছুক্ষণ চুপ করিয়া গোবিন্দ পুনরায় আরম্ভ করিলেন]

—নিহত "নুটবিহারী নাগের সম্পত্তির ট্রাষ্টি ছিলেন দু'জন। একজন গিরীজা প্রসন্ন ঘোষাল ও অপরজন ডাক্তার হরিমোহন। নুটবিহারীর হত্যাকারী মনে মনে বুঝেছিল, যদি একে একে এই সব বাধা সরিয়ে দেওয়া যায়, তবে সম্পত্তির ভোগদখল সে একাই ক'রতে পারবে।...কল্যাণ মিত্রের উপর মাণিক বাবুর একটা জাতক্রোধ

ছিল। এই আক্রোশের দু'টি কারণ। একটি, শ্রীমতী সীমা রায়ের গৃহে তার অবস্থিতি এবং দ্বিতীয়টি অতিশয় ঘৃণ্য।

[এই সময় সকলের ক্রুদ্ধদৃষ্টি পড়িল মাণিকলালের উপর। বিচারপতিও তাহার প্রতি কটাক্ষ করিলেন]

বিচারপতি। (গোবিন্দের প্রতি) ইয়েস—

গোবিন্দ। এরপর হ'তে মাণিকবাবুর পাপ দৃষ্টি গিয়ে প'ড়ল সীমা দেবীর উপর। কিন্তু তার প্রধান অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াল কল্যাণবাবু।··· কল্যাণবাবু মারপিট্ ক'রে হাঁসপাতালে আশ্রয় নেবার পর সুযোগ বুঝে মাণিকবাবু বিলাসের সহায়তায় সীমা দেবীকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণ করে। এই সব ঘটনা বিলাস, প্রফুল্লবাবু, অবিনাশ মিত্র ও পাটনার স্বরূপ নারায়ণ অবগত আছেন। এবং তাঁহারা সকলেই এখানে উপস্থিত আছেন।

—কল্যাণবাবু হাঁসপাতাল থেকে মুক্তি পাবার অব্যবহিত পরই হত্যাকারী ডাক্তার হরিমোহনকে নিহত করে, যাতে সমস্ত সন্দেহ গিয়ে পড়ে কল্যাণবাবুর উপর। এই হত্যাকাণ্ডও বিলাসের সহায়তায় সংগঠিত হয়। নূটবিহারীর সম্পত্তির একজন ট্রাষ্টিকে এইভাবে সরিয়ে দেওয়া হ'ল।

[এই সময় গিরীজাবাবু উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন]

—আহা-হা গিরীজাবাবু, আপনি উঠবেন না, আর একটু বসুন।

[গিরীজাপ্রসন্ন পুনরায় বসিল]

—এই ঘটনার পর একদিন কল্যাণবাবু উত্তেজিত হ'য়ে মাণিকবাবুর বাড়ীতে গিয়ে গিরীজাবাবুর কাছে জান্তে পারল, তিনি তাঁর রক্ষিতা সাহানার গৃহে আছেন। ঠিকানা নিয়ে কল্যাণবাবু সাহানার গৃহে গিয়ে শুধু ভয় দেখাবার জন্তই মাণিকবাবুর দিকে পিস্তল

উচিয়ে ধ'রল। হত্যাকারী নুটবিহারীর একমাত্র ওয়ারিশানকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার এই সুযোগ ত্যাগ ক'রল না। অন্ধকারের সুযোগে সে কল্যাণবাবুর পেছন থেকে মাণিকবাবুর ওপর গুলি চালায়। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

বিচারপতি। তবে, কে এই হত্যাকারী ?

গোবিন্দ। তিনি আপনাদের সামনেই ব'সে আছেন ঐ গিরীজাপ্রসন্ন ঘোষাল।

গিরীজা। (উঠিয়া) মিথ্যা কথা—

[এই সময় আদালত গৃহ চাপাগুঞ্জনে থমথমভাব ধারণ করিল। সকলেরই ক্রুদ্ধদৃষ্টি গিরীজাপ্রসন্নের উপর নিবদ্ধ]

বিচারপতি। (রুল ঠুকিয়া) সাইলেন্স—

গোবিন্দ। আমার এই সকল যুক্তির যথার্থতা সপ্রমাণের জন্য আমি বিলাসকে সাক্ষী মান্‌ছি ; বিলাসই এই সব হত্যাকাণ্ডের একমাত্র সাহায্যকারী এবং রাজসাক্ষী হ'য়ে সে আত্মসমর্পণ ক'রেছে।

[সকলেই বিলাসের দিকে চাহিল। গোবিন্দ সেন পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন]

—মাণিকবাবু আহত হবার পর আমি এবং ইন্‌স্‌পেক্টর সমীর ঘোষ গিরীজাবাবুর নিকট হ'তে টেলিফোন পেয়ে সেখানে যাই। প্রথমে আমার কল্যাণবাবুকেই অপরাধী ব'লে মনে হয়েছিল। কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে কল্যাণবাবুর ব্যবহৃত রিভল্‌বারের নলটি নাকে শুঁকে বুঝতে পারি, অন্ততঃ কিছুদিনের মধ্যে ওটা ব্যবহৃত হয়নি। তখন আমার সন্দেহ গিয়ে প'ড়ল বিলাসের উপর, অন্ততঃ সে নিশ্চয়ই জানে হত্যাকারী কে।

—এরপরই আমি বিলাসকে ছবি দেখার প্রলোভন দেখিয়ে তাকে নিয়ে থানায় উপস্থিত হই। তখন আমার আসল পরিচয় দিয়ে তাকে নানা রকম জেরা ক'রতেই সে ভয় পেয়ে এবং ফাঁসিকাঠে ঝোলবার আশঙ্কায় সমস্ত কথা ফাঁস ক'রে দেয়, কারণ, বন্ধু হিসেবে সে কিছু না কিছু কথা পূর্ব্বেই আমায় ব'লে ফেলেছিল।

—নুটবিহারীকে হত্যা করবার জন্য গিরীজাবাবু সুযোগ অন্বেষণ ক'রছিলেন। পাগল যখন তার শেষ কথা জানিয়ে নুটবিহারীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গিরীজাবাবু জানালা দিয়ে নুটবিহারীকে গুলি ক'রে অতি তৎপরতার সঙ্গে দরজার নিকট ফিরে আসে।

গিরীজা। (উচ্চৈঃস্বরে) নুটবিহারীকে আমি হত্যা করিনি—বিলাস মিথ্যাবাদী।

গোবিন্দ। বিলাস ছাড়াও এই ঘটনার আর একজন সাক্ষী আছে। সে হ'ল নুটবিহারীর ভৃত্য শশি। সেও সেই সময় সেখানে ছিল এবং এখন এই আদালতে উপস্থিত আছে।

তুষার। মি লর্ড, আমার লার্ণেড্ ফ্রেণ্ড্ গোবিন্দবাবু কিছু পূর্ব্বে যে কথা ব'লেছেন, তাতে তিনি বোধহয় একটু ভুল ক'রে গেছেন। আমি পাটনার স্বরূপবাবুর কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। গোবিন্দবাবুর অনুরোধেই বেঙ্গল পুলিশ বিহার সরকারকে নির্দ্দেশ দেয় নুটবিহারীর হত্যার অপরাধে স্বরূপনারায়ণকে গ্রেপ্তার করবার জন্য। কিন্তু হাতে পেয়েও বিহার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার ক'রতে পারেনি। অথচ গোবিন্দবাবু ব'লে গেলেন তিনিও এই আদালতে উপস্থিত আছেন।

বিচারপতি। রাইট্! মিঃ সেন?

গোবিন্দ। মি লর্ড, এ কথা যথার্থ সত্য যে বিহার পুলিশ তাকে ধ'রতে পারেনি, যেমন পারেনি বেঙ্গল পুলিশ পাগলকে ধ'রতে। সার্জ্জেণ্ট

মুকুন্দ সিনার ইন্‌ভেষ্টিগেশনে নির্ভর ক'রে আমি প্রফুল্লবাবুর উপরও নজর রাখি। তিনি সীমাকে নিয়ে যখন পাটনায় যান, তখন গোপনে আমিও তাদের অনুসরণ করি এবং একটা সম্ভাবনার উপর নির্ভর ক'রে আমি কর্তৃপক্ষকে স্বরূপবাবুকে গ্রেপ্তার করাবার অনুরোধ করি। পুলিশের দৃষ্টি বিভ্রান্ত ক'রে তিনি পালিয়ে যান। কিন্তু ঐ তিনি দাঁড়িয়ে—

[গোবিন্দবাবু পাগলের নিকট গিয়া তাহার ঝুটা দাড়ি ধরিয়া টান দিতেই উহা খসিয়া পড়িল। সকলেই সাশ্চর্য্যে সেই দিকে চাহিল]

তুষার। কল্যাণবাবু রিভল্‌বার সংগ্রহ ক'রেছিলেন কোথা থেকে ?

গোবিন্দ। আমার সুযোগ্য বন্ধুপ্রবর নিশ্চয় জানেন, রিটায়ার্ড জজ্‌ রায় সতীশচন্দ্র দে বাহাদুর থানায় ইজাহার দিয়েছিলেন যে তাঁর রিভল্‌বারটি খোয়া গেছে। পরে কল্যাণবাবুর ব্যবহৃত রিভলবারটি তিনি তাঁর ব'লে সনাক্ত ক'রেছেন। তিনিও আপাততঃ এখানে উপস্থিত আছেন।

তুষার। আমার আর একটি প্রশ্ন। নিহত ডাক্তার হরিমোহনের চেম্বারে 'কল্যাণ' নামযুক্ত যে রুমালটি পাওয়া গিয়েছিল সে কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে ?

গোবিন্দ। ওটা নিতান্তই দুর্ব্বল সূত্র। হাঁসপাতাল থেকে খালাস পেয়ে কোন রোগীরই রুমাল কিনে তাতে নাম লেখাবার জন্ত কোন বান্ধবীর স্মরণাপন্ন হওয়া উদ্ভট নয়কি ?

তুষার। আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই। আমারও মত গিরীশবাবুই হত্যাকারী।

[উভয়ে বসিল]

গিরীজা। আমার মস্ত বড় ভুল হ'য়েছে আমি আর একটা খুন করিনি!
শয়তান বিলাস—

[পুলিশ তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। রায়বাহাদুর উঠিয়া ব্যারিষ্টার অশোক চৌধুরীর হাতে একটি কাগজ দিয়া তাঁহাকে কিছু বলিলে তিনি উহা লইয়া বিচারপতির হাতে দিলেন। দরখাস্তটি পড়িয়া বিচারপতি উহাতে স্বাক্ষর করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রায়বাহাদুর তাঁহার অনুগমন করিলেন। পেস্‌কার দরখাস্ত পাঠ করিয়া শুনাইল]

পেস্‌কার। (পড়িল) আমি অবসরপ্রাপ্ত জজ্ রায় সতীশচন্দ্র দে বাহাদুরের দরখাস্ত অনুযায়ী কল্যাণ মিত্র, শ্রীমতী সীমা রায় ও পাগল ওরফে অবিনাশ মিত্রকে তাঁর ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দিবার আদেশ দিলুম।

শ্রীরামজীবন সিনা
বিচারপতি

[সকলে একে একে বাহির হইয়া গেলে গোবিন্দবাবু কল্যাণকে স্নেহভরে বলিলেন]

গোবিন্দ। কল্যাণ, তোমার বাবাকে প্রণাম কর।

কল্যাণ। বাবা, বাবা—

[সে পাগলের বুকে ঝাপাইয়া পড়িল। পরে আত্মস্থ হইয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া কল্যাণ গোবিন্দ সেনের পদধূলি গ্রহণ করিল। সীমাও গলবস্ত্রে গোবিন্দ সেন ও পরে পাগলকে প্রণাম করিল। এই সময় রায়বাহাদুর ও যুঁইদেবী তাঁহাদের নিকট ছুটিয়া আসিলেন]

সতীশ। কোথায়, কোথায় তারা? ……ও, এই যে! শোন, তোমরা তিন জনেই আদালতে খুনী ব'লে স্বীকারোক্তি ক'রেছ! আদালত ছেড়ে দিলেও আমি তোমাদের গ্রেপ্তার ক'রলুম। বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে— (গিন্নীকে) হ্যালো ডিয়ার—

যুঁই। (মোহময়ভাবে) আ-মরণ!

সতীশ। ও. আই সি—

—: শেষ :—